প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৫ ❖ ৯ - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ভালোবাসা হৃদয়ের অনুভূতি

ভালোবাসার একাল ও সেকাল

লূর্দের রাণী মা মারীয়া ও আমাদের জীবন

ভালোবাসার গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য

ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো
পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

এসো দেখে যাও — COME AND SEE

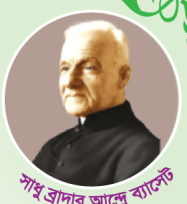
সাধু ব্রাদার আন্দ্রে ব্যাসেট
পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম সাধু

মণ্ডলীতে সেবা কাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন

তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী? তোমরা যারা এ বছর এসএসসি (SSC) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ, তোমাদের জন্য আমরা পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজ "এসো দেখে যাও" (Come and See) প্রোগ্রামের আয়োজন করতে যাচ্ছি আগামী **মে ২১ - জুন ২০, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ**। এ কোর্সে যোগদানে আগ্রহী ভাইদের স্বাগতম জানাই এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি ।

– : যোগাযোগের ঠিকানা :–

আহ্বান পরিচালক
ব্রাদার রিংকু লরেন্স কস্তা, সিএসসি
পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ
১৬, মুনির হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬৩৩৮০৬১৮০, ০১৬৮১৯০৫৬৫৬

বিজ্ঞ/৪১/২০২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ০৫
০৯ ফেব্রুয়ারি- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২৬ মাঘ - ০২ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

পাওয়াতে নয় দেওয়াতে প্রকৃত ভালোবাসার প্রকাশ

ভালোবাসার স্বরূপ আবিষ্কার ও ভালোবাসা নিয়ে উৎসব করার একটি আনুষ্ঠানিক দিবস ‘বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইনস্ ডে’, যা ১৪ ফেব্রুয়ারি তথা পহেলা ফাল্গুন আমাদের দেশে পালিত হয়। ভালোবাসা নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা দিয়ে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। সঙ্গত কারণেই ভালোবাসা দিবস অতি দ্রুতই সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বের সকল পর্যায়ের মানুষই সরবে বা নীরবে ভালোবাসা দিবস পালন করে থাকে। সরবে ভালোবাসা দিবস পালন করতে যুবসমাজ মুখিয়ে থাকে। প্রকৃত ভালোবাসা নিয়ে উৎসব করতে পারাটাও একটি পবিত্র কাজ। ভালোবাসার মনোভাব পাওয়া ঈশ্বর প্রদত্ত।

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিজেই ভালোবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে ভালোবেসে তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে আপন পুত্রকে এ জগতে দান করেছেন। ঈশ্বরপুত্র যিশুও মানুষকে ভালোবেসে আপন জীবন উৎসর্গ করলেন। চরম ভালোবাসা প্রকাশের নিমিত্তে জীবন উৎসর্গের তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসতে। কেননা ভালোবাসায় সবই সম্ভব। প্রকৃত ভালোবাসায় মানুষ আত্মত্যাগী হয় অন্যকে সাহায্য করে, ক্ষমায় প্রবৃদ্ধ হয়। ত্রাণকর্তা যিশু নিজেই তার হত্যাকারীদের ক্ষমা করেছেন। আত্মত্যাগ ছাড়া ভালোবাসা ফলপ্রসূ হতে পারে না। তাই যিশু বলেছেন, “বন্ধুর জন্য আত্মোৎসর্গ করার থেকে বড় কাজ আর কিছু নেই।” ত্যাগ ছাড়া ভালোবাসার পূর্ণতা পায় না। প্রতারণা, শঠতা ও স্বার্থপরতায় প্রকৃত ভালোবাসা হয় না। ভালোবাসতে হলে একে অপরকে বিশ্বাস করতে, পরস্পরকে মর্যাদা দিতে হবে।

যুবসমাজ আবেগাপ্লুত হয়ে দিনটিকে বলে ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’। এ দিন ভালোবাসাকে অনুভব করার দিন। তারা যেন ভালোবাসার মাহাত্ম্য বুঝতে পারে, ভালোবাসার মর্যাদা দিতে পারে এবং অন্তরে ধ্যান করতে পারে ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ। হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে ভালোবাসা, অনুভব করাই ভালোবাসার মূল অর্থ। ভালোবাসার মায়াবী খেলায় দু’টি হৃদয় চিরন্তন প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরস্পরের কাছে আসে, মিলন ঘটে। পাবার মধ্যে ভালোবাসার সমাপ্তি নয়। তা থাকতে হবে চলমান। ফলে ভালোবাসা হতে হবে শর্তহীন, থাকবে না কোন পাবার প্রত্যাশা। যুব হৃদয়ে ফাগুনে ভালোবাসা নতুন করে জাগরিত হয়। ফাগুন মানেই ভালোবাসার আকুলতা। ভালোবাসা শুধু প্রিয়জনকে নয়। ভালোবাসতে হবে মানুষকে। মানব সেবায় আমরা যেন এগিয়ে যাই, আত্মনিয়োগ করি। ভুলে যাই জাত-পাত, হিংসা-বিদ্বেষ, কুটিলতা-পাশবিকতা। ভালোবাসার হাত প্রসারিত করি অসহায়, নিপীড়িত মানুষের দিকে। ভালোবাসার ছোঁয়ায় তাদের জীবনের সৌন্দর্যকে আলোকিত করে তুলি পরম মমতায়।

আজকাল নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও প্রকৃত পবিত্র ভালোবাসা কমে গেছে বলেই পৃথিবীতে এত এত হানাহানি, যুদ্ধ, রক্তপাত। পরিবারে, সমাজে কেবলই স্বার্থ আর হিংসার হুংকার। অবিশ্বাসের কারণে ভালোবাসা মলিন হয়ে যাচ্ছে। সবাই ভোগ-বিলাস, ক্ষণস্থায়ী সুখ, আনন্দ-তৃপ্তির পিছনে ছুটে মরছে।

ভালোবাসার ঋণ ভালোবেসেই শোধ করতে হয়। গানে বলা হয়েছে, “ব্যথার পানপাত্র প্রভু করলে তুমি পান, ভালোবাসার বিনিময়ে সইলে অপমান। কাঁটার মুকুট তোমার শিরে রক্ত ঝরে ধীরে ধীরে, ক্রুশের উপরে প্রাণ সঁপিলে মোদের দিলে প্রাণ।” জগৎগুরু যিশুর এই শর্তহীন ভালোবাসার ঋণ আমরা শোধ করতে পারি মানব কল্যাণে, পরস্পরকে ভালোবেসে। তাই আমরা যেন আত্মত্যাগী হই, হই ভালোবাসার মানুষ। অসহায়, দীনদরিদ্র ও আর্তজনের প্রতি যত্নবান হই, ভালোবাসি প্রতিটি মানুষকে। কথায়, কাজে, আচার-আচরণে সব সময়েই খ্রিস্টীয় প্রেমে উদ্বুদ্ধ হই। ফলে কেবল বছরে একদিন ভালোবাসা দিবস নয়, আগুনে-ফাগুনে প্রতিটি দিবসই হয়ে ওঠুক ভালোবাসায় আনন্দপূর্ণ। খ্রিস্টপ্রেমে দীক্ষিত হয়ে আমরা যেন হয়ে উঠি ভালোবাসায় রক্ত গোলাপ আর জ্বালিয়ে তুলি ভালোবাসার অগ্নিমশাল। জয়তু ভালোবাসা দিবস। †

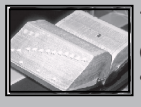

পরে আমি প্রভুর কণ্ঠে শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন, ‘কাকে আমি প্রেরণ করব? আমাদের হয়ে কেইবা যাবে?’ আমি উত্তর দিয়ে বললাম, ‘এই যে আমি, আমাকে প্রেরণ কর’*(ইসা ৬: ১-২ক,৩-৮)*

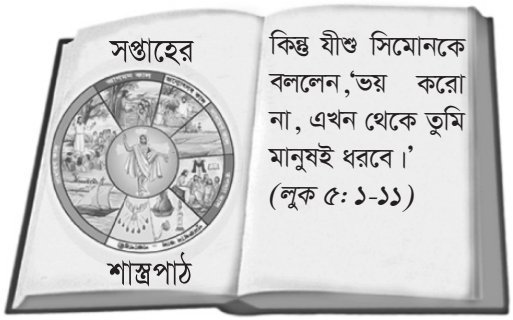

কিন্তু যীশু সিমোনকে বললেন,'ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষই ধরবে।' *(লুক ৫: ১-১১)*

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

০৯ ফেব্রুয়ারি - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

০৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
ইসা ৬: ১-২ক, ৩-৮, সাম ১৩৮: ১-২ক, ২খগ-৩, ৪-৫, ৭গ-৮, ১ করি ১৫: ১-১১ অথবা ১৫: ৩-৮, ১১, লুক ৫: ১-১১

১০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সাধ্বী স্কলাসটিকা, কুমারী, *স্মরণ দিবস*
আদি ১: ১-১৯, সাম ১০৪: ১-২ক, ৫-৬, ১০, ১২, ২৪, ৩৫গ, মার্ক ৬: ৫৩- ৫৬

১১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
লূর্দের রাণী মারীয়া
আদি ১: ২০-২: ৪, সাম ৮: ৪-৯, মার্ক ৭: ১-১৩অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* ইসা ৬৬: ১০-১৪গ, সাম যুদিথ ১৩: ১৮-১৯, যোহন ২: ১-১১

১২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
আদি ২: ৪খ-৯, ১৫-১৭, সাম ১০৪: ১-২ক, ২৭-৩০, মার্ক ৭: ১৪-২৩

১৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
আদি ২: ১৮-২৫, সাম ১২৮: ১-২, ৩, ৪-৫, মার্ক ৭: ২৪-৩০

১৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
সাধু সিরিল, সন্ন্যাসী এবং **সাধু মেথোডিউস,** বিশপ, *স্মরণদিবস*
আদি ৩: ১-৮, সাম ৩২: ১-২, ৫, ৬-৭, মার্ক ৭: ৩১-৩৭

১৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
আদি ৩: ৯-২৪, সাম ৯০: ২-৬, ১২-১৩, মার্ক ৮: ১-১০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ২০১৪ সি. মেরী ইমেল্ডা, এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৬০ ফা. আগষ্টিন মাস্কারহেনাস, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ ফা. আন্তনী ওয়েবার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ মাদার আগ্নেস, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সি. কিয়ারা পিরিচ, এসসি (খুলনা)

১১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৫ ফা. যাকোব দেশাই (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফা. যোসেফ ভূর্দে, সিএসসি (ঢাকা)

১২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৯৮ সি. রোদল্‌ফা ওরনাগো, পিমে (দিনাজপুর)

১৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৭ ফা. মরিস জে. নরকার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯১ সি. এম. চার্লস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ সি. রেজিনা কুজুর, এসসি (দিনাজপুর)

১৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৫৫ ফা. পল জে. সি., সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সি. আর্থারি ফেরী, সিএসসি (ঢাকা)

১৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৪৪ সি. এম. বার্কম্যান, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৩ ফা. লুইজি পাসেতো, পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৬ ফা. মাইকেল অতুল পালমা, সিএসসি (ঢাকা)

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

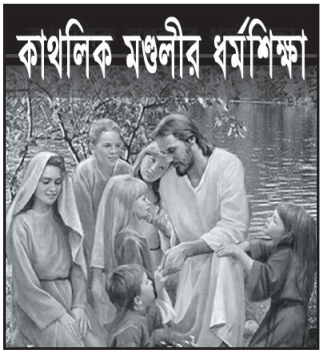

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৯০২ অধিকারের নৈতিক বৈধতার উৎস নিজের মধ্যে নয়। মানুষ স্বেচ্ছাচারী আচরণ করবে না, বরং কাজ করবে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য যেহেতু "নৈতিক ক্ষমতা নির্ভর করে স্বাধীনতাও দায়িত্ববোধের উপর।" মানুষের দ্বারা প্রণীত আইন যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বিচারবুদ্ধি অনুসরণ করে ততক্ষণ আইনের মর্যাদা পায়, এবং শাশ্বত বিধান হয় তার উৎপত্তি। আইন যখন সঠিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তখন সেই আইন অন্যায় হয়ে যায়, তার মধ্যে আইনের স্বভাবগত প্রকৃতি আর থাকে না, সেই আইন এক রকম আইন- লঙ্ঘনকারী হয়ে ওঠে।

১৯০৩ অধিকার কেবলমাত্র তখনই বৈধভাবে প্রয়োগ করা হয় যখন তা সংশ্লিষ্ট দলের সাধারণ মঙ্গল অন্বেষণ করে এবং যদি তা অর্জনে নীতিসিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে। শাসকগণ যদি অবৈধ আইন, বা নৈতিক ব্যবস্থা বিরুদ্ধ আইন জারি করে তাহলে সেই আইন বিবেকের নিকট অবশ্য পালনীয় হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে "অধিকারের সম্পূর্ণ পতন ঘটে এবং ফলশ্রুতিতে দেখা যায় লজ্জাজনক অপব্যবহার।

১৯০৪ "তাই এটা বাঞ্ছনীয় যে, প্রতিটি ক্ষমতা তার ভারসাম্য রক্ষা করবে অপর ক্ষমতা এবং আপন সীমার মধ্যে আবদ্ধ অন্যান্য ক্ষেত্রের দায়দায়িত্বের দ্বারা। এই নীতিই হচ্ছে 'আইনের শাসন', যেখানে আইন-ই সার্বভৌম, মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা নয়।

১৯০৫ মানুষের সামাজিক জীবনের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, প্রত্যেকের ব্যক্তিমঙ্গল অবশ্যকীয়ভাবে সর্বসাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আবার সাধারণ মঙ্গলের সংজ্ঞা দেয়া যায় কেবলমাত্র মানব ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে:

সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, আপনার মধ্যে আপনি প্রবেশ ক'রে, যেন ইতোমধ্যে একেবারে ধর্মনিষ্ঠ হয়ে গেছ মনে ক'রে জীবনযাপন কোরো না, বরং তার পরিবর্তে একত্রে সমবেত হও এবং জনসাধারণের মঙ্গল অন্বেষণ কর।

১৯০৬ সাধারণ মঙ্গল বলতে বুঝতে হবে "সামাজিক অবস্থাগুলোর এমন একটি সমষ্টি যা জনগণকে, ব্যক্তিগত অথবা দলগতভাবে, অধিকতর পূর্ণ ও সহজভাবে, জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম করে।" সাধারণ মঙ্গল সব মানুষের জীবনের কথাই চিন্তা করে। সাধারণ মঙ্গল সবার কাছ থেকে, বিশেষভাবে যারা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব লাভ করেছে তাদের কাছ থেকে সদ্বিবেচনা প্রত্যাশা করে। সাধারণ মঙ্গলের মধ্যে নিহিত আছে *তিনটি আবশ্যকীয় উপাদান:*

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

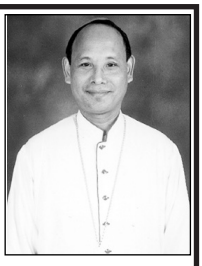

১৩ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ভালোবাসা : হৃদয়ের অনুভূতি

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির নাম ভালোবাসা। ভালোবাসা একটি হৃদয়কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা। গোপন তীব্র এক সুখকর অনুভূতি, যা দু'টি হৃদয়কে এক সুতোয় বেঁধে ফেলে। বিশেষ কোন মানুষের জন্য স্নেহ, মায়া ও প্রবল আকর্ষণের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ভালোবাসা। ভালোবাসা তীব্র মায়ায় মোড়ানো ভাষায় প্রকাশ না করতে পারা ভীষণ ভালোলাগার এক স্পর্শকাতর অনুভূতি। ভালোবাসার অন্য নাম নির্ভরতা। মায়ার যাদুতে আবদ্ধ করা ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে রবি ঠাকুর বলেন, 'ভালোবাসার মধ্যে অদ্ভুত এক মায়া আছে। কষ্ট পেলেও ছাড়া যায় না, আবার মন ভেঙ্গে গেলেও ঘৃণা করা যায় না।' তাই ভালোবাসা স্বর্গীয়, বিধাতার দান যা কখনোই শেষ হয় না।

ভালোবাসা কি? ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভূতি ও আবেগঘন অভিজ্ঞতা। বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির হৃদয়ের আবেগঘন স্নেহময় শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশইহল ভালোবাসা। ভালোলাগা ও ভালো আবাস বা অবস্থান যা হয় হৃদয়ে-হৃদয়ে, মনে-মনে অনুভবে অনুক্ষণ। ব্যক্তি বিশেষ ভালোবাসার ধরণ আলাদা। তবে ভালোবাসা বলতে পারস্পরিক তীব্র আকর্ষণ ও মানসিক সংযুক্তির অনুভূতিই হল ভালোবাসা।

ভালোবাসাকে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতি হিসাবে বিবেচনা করা যায়, যা একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তির প্রতি অনুভব করে। কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি যত্নশীলতা ও প্রতিটি মুহূর্তে প্রিয়জনের উপস্থিতি অনুভব করা সম্পর্কই ভালোবাসা। ভালোবাসা হল বন্ধুত্ব, মিলন, নিঃস্বার্থপরতা ও দায়িত্ববোধে পরস্পরকে আগলে রাখা। ভালোবাসা পরস্পরের প্রতি আগ্রহ, অন্তরঙ্গতা ও প্রতিশ্রুতির সমাহার। ভালোবাসা ব্যক্তিকে সর্বদাই মুগ্ধ করে, যা ব্যক্তিকে অন্তহীন সুখের সাগরে ভাসিয়ে দেয়। প্রতিনিয়ত ভালোবাসতে হয়। ভালোবাসা নিত্য, নতুন! ভালোবাসা দিয়েই ভালোবাসাকে জয় করে। শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের নামই ভালোবাসা। মানুষ বাঁচে ভালোবাসায়, যা আগলে রাখে মায়ার বন্ধনে ও প্রীতির আলিঙ্গণে।

মানব জীবনে ভালোবাসা: ভালোবাসা মানব জীবনে অভিজ্ঞতার গোলক ধাঁধাঁ। ভালোবাসা ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি দিক দিয়ে তার পথ খুঁজে পায়। নিজ অস্তিত্বকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে। ভালোবাসা, একটি জটিল এবং বহুমুখী আবেগ, প্রচলিত সীমানা অতিক্রম করে, অনুরাগ ও কোমলতা থেকে সহানুভূতি এবং সংযোগ পর্যন্ত অনুভূতির একটি বর্ণালীকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভালোবাসা আমাদের বন্ধু, পরিবার, পোষা প্রাণী এবং এমনকি অপরিচিতদের সাথে ভাগ করে নেওয়া বন্ধনগুলোকে সম্পর্কের বাইরেও প্রসারিত করে। ভালোবাসার এই বৈচিত্রপূর্ণ অভিব্যক্তিগুলো ব্যক্তির মঙ্গল ও সামাজিক সংযোগে অবদান রাখে, যা ব্যক্তি মানসিক পরিপূর্ণতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এমনিভাবে ভালোবসার বহুরূপের প্রকাশ পায়, যার মাধ্যমে, ব্যক্তির মানব সম্পর্কের অন্তর্নিহিত জটিলতার গভীরতা উপলব্ধি করে গড়ে তোলে ও জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করে বলেই মানব জীবনে ভালোবাসা একান্তভাবে দরকার।

হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির তীব্র আকর্ষণে যে ভালোবাসার জন্ম হয়েছে তা হৃদয়ের গভীরে একটি অর্থপূর্ণ বন্ধুত্বে নির্ভরতা গড়ে তোলে যেখানে ব্যক্তি বিশ্বাসের ভরসা পায়, যা আমাদের আত্মীয়তার অনুভূতিকে ছাড়িয়ে যায়। অনুভূতির জগতে বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক আবেগ অনুভূতি ও সুখ-দুঃখ সহভাগিতার মন-মানসিকতা। এই সম্পর্ক জীবনের দুরাবস্থায় শক্তির স্তম্ভ হয়ে আনন্দের মুহূর্তগুলোকে উদ্‌যাপন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। ভালোবাসার এই বন্ধন পরস্পরকে লালন-পালন করার তাগিদ দেয় ও পারস্পরিক যত্নের অনুভূতি নিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে প্রেরণা যোগায়। ভালোবাসা সত্যিই আমাদের জীবনে দরকার যা অন্যের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা আনন্দানুভূতি, সুখের স্মৃতি।

ভালোবাসার শক্তি: ব্যক্তি, এমনই একজনের সাথে হৃদয়ের অনুভূতিতে মায়ার বন্ধনে আটকে পড়ে তখন ব্যক্তি নিজের সম্প্রদায়ের বাহিরে বের হয়ে ভালোবাসার অনুভূতির সংস্কৃতি গড়ে তোলে। আর তা প্রসারিত হয় পরস্পরের দয়া, সহানুভূতি ও সমর্থনের মধ্য দিয়ে। বন্ধন এমনই এক শক্তি যা নতুন করে জীবনের বাঁচার আশা যোগায়, যদি তা হয় প্রকৃত ভালোবাসা। এই ভালোবাসা ব্যক্তি জীবনে শুধুমাত্র আবেগ অনুভূতিই নয় বরং আত্মদানের অভিজ্ঞতাকে লালন করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। কারণ, এতে ব্যক্তির সামগ্রিক সুস্থতা ও পরিপূর্ণতার অনুভূতিতে অবদান রাখে। পারস্পরিক এই সহমর্মিতার কাজগুলো কেবলমাত্র প্রাপকের মঙ্গলই সাধিত হয় না বরং দাতার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যকেও প্রশান্তিতে ভরিয়ে তোলে।

ব্যক্তি ভালোবাসার সমবেদনা ও নির্ভরতার নিশ্চয়তা নিয়ে জীবনকে বেছে নিতে চায়, তখন ব্যক্তির জীবনে এক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সিঁড়ি তৈরি করে যা সমাজের ও সমষ্টিগত মঙ্গল সাধন করে। কারণ এই ভালোবাসা মানুষকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। যখন ব্যক্তি ভালোবাসা ও সমবেদনা প্রদর্শন করে, তখন ব্যক্তির চারপাশের লোকদেরও একই কাজ করতে প্রভাবিত করে। ভালোবাসার উদারতা ও সহানুভূতিগুলো সমাজের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে। ভালোবাসা তখন ভালো থাকার আবাসস্থলে পরিণত হয়। ভালোবাসা ও দয়ার কাজগুলোর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি কেবল নিজের জীবনকে নয় অন্যদের জীবনকেও সমৃদ্ধ করতে ও মানবতার বিকাশে অবদান রাখে।

বর্তমান বিশ্বে ভালোবাসার পরিবর্তে বিভেদ ও স্বার্থপরতা, ভোগ-বিলাসিতা ও

লালসা। দেওয়ার চেয়ে পাওয়ার বাসনাই আজ ভালোবাসাকে ভালো না বলে নিছক ন্যাকামিতেও পরিণত হচ্ছে। ভালোবাসাকে গুরুত্ব দেওয়া ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের নির্ভরতাই ভালোবাসার গুরুত্ব ও শক্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে। ভালোবাসা হলো ভাল বন্ধুত্ব। বন্ধুদের মধ্যে ভাগাভাগি করা হাসি, পারিবারিক বন্ধনের সান্ত্বনা, বা অপরিচিতদের উদারতা। প্রেম ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতিটি দিককে প্রসারিত করে জীবনকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করে। ভালোবাসা বহুমুখী প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করে ও সমস্ত সম্পর্ককে লালন করে, যোগাযোগ, সংযোগ, কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণতার গভীর অনুভূতি গড়ে তোলে। জীবন হল ভালোবাসা, যা ব্যক্তি পূর্ণতা পায় অন্যের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে ও মমতার আলিঙ্গণে। ভালোবাসা শক্তি ও মানব জীবনের পরিপূর্ণতা।

ভালোবাসা সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: ভালোবাসা হৃদয়ের আবেগিক সম্পর্কের নাম। এই সম্পর্ক মজবুত, শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী করতে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

ক) যোগাযোগ ও সম্মান: ভালোবাসার সম্পর্ক দুই ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে। পরস্পরের সাথে মর্যাদাপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যোগাযোগ যেন স্বচ্ছ ও বিশ্বাসপূর্ণ হয়। ঘন ঘন কথা, অবশ্যই তা হবে সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় ও খোলামেলা কথা বলা। নিজের সম্পর্ককে পরিষ্কারভাবে সবকিছু বলা। এমনকি ব্যক্তির কোন বিষয়ে কষ্ট বা ব্যাথা দিলেও তা পরিষ্কার করা জরুরী। যোগাযোগের সাথে অবশ্যই পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা। প্রতিটি ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা আছে। সম্পর্কে যোগাযোগ ও সম্মানবোধ যত বেশী হবে সম্পর্ক তত মজবুত হবে। আর এতে পারস্পরিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বজায় থাকবে। অনিবার্য ভুলে সম্পর্ক নষ্ট হয় না। ব্যক্তি উভয়কে মানবিক ভ্রান্ততার কঠিন অবতরণে টেনে আনতে পারে, তা হল একে অপরের প্রতি একটি অবিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা। এই সত্য যে ব্যক্তি একে অপরকে উচ্চ সম্মানের সাথে হৃদয়ে ধরে রাখে।

খ) বিশ্বাস: বিশ্বাস সম্পর্কের এক মজবুত শীলা। যা পরস্পকে দৃঢ়তার সাথে পথ চলতে সাহায্য করে। ভালোবাসার জীবনে ব্যক্তি একে অপরকে বিশ্বাস করে নির্ভরতায় এগিয়ে চলে। ব্যক্তি নিজের উপর বিশ্বাস করে যে, তার সঙ্গী তার জন্য সেবা করতে চেষ্টা করেছে। এই সম্পর্কে সন্দেহের কোন স্থান নেই। বিশ্বাস একটি কাঁচের থালার মত। যদি এটি ফেলে দেওয়া হয় তাহলে তা ভেঙ্গে যায়। কাঁচের থালাটিকে পেতে পরিশ্রম করে অর্জন করে যত্নে রাখতে হয়। ফেলে দিলে তো ভেঙ্গে খানখান। বিশ্বাসও ভেঙ্গে গেলে তা জোড়া লাগানো বড়ই কঠিন। তাই বিশ্বাসের আস্থা থাকাটা একান্ত জরুরী।

গ) স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা: সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্পর্কের মধ্যে যদি কিছু বিরক্ত করে বা তিক্ততা আনে অবশ্যই তা বলতে ইচ্ছা পোষণ করা। এই বলাটা বিশ্বাস তৈরি করে এবং বিশ্বাস ঘনিষ্ঠতা শক্ত করে। বিরক্তবোধ নিয়ে সম্পর্ক বেশীদূর যেতে পারে না। এটি আঘাত করতে পারে, তবুও এটি করতে হবে। অন্য কেউ ব্যক্তির জন্য সম্পর্ক ঠিক করতে পারবে না, বা তা করা উচিতও নয়। এগুলো করা এতো সহজও নয়। মনে ভাবনা আসে যদি ব্যক্তি ছেড়ে যায়। অন্তরে ব্যাথা লাগে। নিজের নিরাপত্তাহীনতার কারণে সঙ্গীর সাথে নিজের বিষয়ে গোপন করা সম্পর্কের জন্য শোভনীয় নয়, বরং প্রতারণা। সম্পর্কের মধ্যে কিছু কষ্ট ও ব্যাথা অনুভব করাই সম্পর্ককে শক্তিশালী করে।

ঘ) ত্যাগ: সম্পর্কের মধ্যে ত্যাগ একান্ত অপরিহার্য। সঙ্গী এবং তার চাহিদা এবং চাহিদার জন্য ধারাবাহিকভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে সম্পর্কটিকে মজবুত ও সুখী রাখতে হয়। এর কিছু সত্যতা আছে। প্রতিটি সম্পর্কের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে সচেতনভাবে মাঝে মাঝে কিছু ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু সমস্যা হল যখন সম্পর্কের সমস্ত সুখ একক ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। উভয় ব্যক্তিকেই ত্যাগের মনোভাব পোষণ করতে হয়।

ঙ) পরস্পরের জন্য স্থান ও স্বাধীনতা: ভালোবাসায় একে অপরকে স্থান দিতে হয়। ব্যক্তির মনে রাখা দরকার প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিছু লোক তাদের সঙ্গীকে স্বাধীনতা দিতে ভয় পায়। এটি আস্থার অভাব ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে আসে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং ভালোবাসার জন্য ব্যক্তি যত বেশি অস্বস্তিতে থাকে, ততই ব্যক্তি সম্পর্ক ও সঙ্গীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সঙ্গীকে স্বাধীনতা দেওয়া ও সম্পর্ককে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো দরকার। এই বিষয়ে বিশ্বাসের নির্ভরতার প্রশ্ন আসে। কারণ সম্পর্কের ভিত্তিই হল বিশ্বাসের আস্থা ও নির্ভরতা।

উপসংহার: ভালোবাসা একটি হৃদয়ের অনুভূতির অবস্থা, সম্পর্ক। একটি সুস্থ সম্পর্ক মানে দুইজন সুস্থ ব্যক্তি। একটি সুস্থ ও সুখী সম্পর্কের জন্য দু'জন সুস্থ ও সুখী ব্যক্তির প্রয়োজন। এখানে "ব্যক্তিই" কেন্দ্রবিন্দু। তার মানে দুই ব্যক্তি তাদের নিজস্ব পরিচয়, তাদের নিজস্ব আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কের বন্ধনে বেঁধে রাখে ও রাখবে। ভালোবাসা মানে বিশ্বাসের নির্ভরতা দু'টি হৃদয়ের আকর্ষণে সুখের সন্ধানে অন্তহীন যাত্রা। ভালোবাসা মানে অনুরাগ! হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির নাম ভালোবাসা। ভালোবাসা একটি হৃদয়কেন্দ্রিক তীব্র আকর্ষণের অভিজ্ঞতা।

প্রতিশ্রুতি

টমাস হালদার

তোমাকে ভালোবাসা,
আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।
তাই না ভালোবেসে,
আর থাকতে পারি না।

তোমাকে ভালোবাসাটা,
এখন আমি নেশা বানাতে চাই।
যেন আমি যেখানে যাই-
যা কিছু করি- যা কিছু খাই,
সব কিছুতেই তোমার উপস্থিতি,
যেন স্বরবে টের পাই।

তোমাকে ভালোবাসা,
একদিন "ফাগুনের হাওয়া" বানাবো।
যে হওয়ায় থাকবে, হালকা শীত
ও সদ্য ফোঁটা ফুলের গন্ধ।
আর চারিদিকে রঙের আগুন।

হঠাৎ কোনো এক ভোরে,
তুমি ছুঁয়ে দিলে -
আমি হলুদ সূর্য হয়ে যাবো।
আবার কোনো এক দিন,
তোমার পায়ের লাল আলতায়-
আমি বৃষ্টি হয়ে ঝরবো।

শোনো, অত কিছু বুঝি না!
তোমাকে ভালোবাসাটা,
আমি বেসেই যাবো।
অথবা তোমার সাথে একটা,
আস্ত জীবন কাটিয়ে দেব।

ভালোবাসার গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য

ফাদার জেভিয়ার পিউরীফিকেসন

ভালোবাসা কি এবং কেন: ভালোবাসা হলো যা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় মাত্র। এটি হৃদয়ের স্পন্দন যা হৃদয় থেকে সহজে মুছে ফেলা যায় না। এটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরের উপলব্ধি এবং হৃদয়ের ব্যাপার। আবার এটি যেন কাউকে সারাক্ষণ মিস করা। এই ভালোবাসা কথাটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে ভালোবাসা আছে বলেই মানুষ তার উপর নির্ভর করে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার ভরসা পায়। প্রেমহীন মানুষ সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে না। ভালোবাসা যেন কাউকে পাওয়া এবং সব ভুলের ক্ষমা। যেন একজনের হাসিতে হাসি আর কান্নায় কান্না, সেখানে থাকবে সর্বদা দায়িত্ব ও শ্রদ্ধা। ভালোবাসা হলো নিঃশর্ত আত্মদান। এটি খাঁটি ভালোবাসার প্রকাশ।

ভালোবাসার প্রকারভেদ: পৃথিবীতে অনেক প্রকার ভালোবাসা বা প্রেম আছে। তবে ধর্মীয় দিক থেকে দেখলে আমরা দেখবো যে ঈশ্বর-প্রেম, মানব-প্রেম ও আত্ম-প্রেম এই তিন প্রকার প্রেম বা ভালোবাসা আছে। অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা এবং নিজেকে ভালোবাসা। যিশু বলেছেন, ঈশ্বরকে সমস্ত মন, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে ভালোবাসতে এবং ভাইকে নিজের মতো করে ভালোবাসতে। আবার যে নিজেকে ভালোবাসেনা সে অন্যকে ভালোবাসতে পারেনা। সে তখন হতাশা-নিরাশায় ভুগছে। যখন নিজের উপর থেকে ভালোবাসা উঠে যায়, তখন মানুষ ভাবে এ-জীবন রেখে কি লাভ? আর তখন সে আত্মহত্যা করে। সেজন্যে আত্ম-প্রেমের গুরুত্বটাও অনেক বেশী।

এগুলো ছাড়া আরও অনেক প্রেম আছে, যেমন: স্বার্থ-যুক্ত প্রেম, শর্তযুক্ত প্রেম, কৃত্রিম প্রেম। এগুলো হলো ক্ষত যুক্ত প্রেম বা অসুস্থ প্রেম। এই প্রেম কখনও মানুষের অন্তরে বা পরিবারে শান্তি এনে দিতে পারেনা। এ কারণেই স্বামী সন্তান ও স্ত্রীকে ফেলে চলে যাচ্ছে অন্যের হাত ধরে আবার স্ত্রীও সন্তানদের ও স্বামীকে ফেলে রেখে অন্যের হাত ধরে চলে যাচ্ছে। তাহলে কোথায় সেই সত্যিকার ভালোবাসা! সুস্থ জীবনযাপনের জন্য একান্তই দরকার খাঁটি প্রেম বা ভালোবাসা। খাঁটি ভালোবাসা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

ভালোবাসা একটি শক্তিশালী অস্ত্র: ভালোবাসা হলো একটি অতি শক্তিশালী অস্ত্র, এটি যা করতে পারে, বন্দুক কামান দিয়েও তা করা যায় না। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৃথিবীর মহা-শক্তিধর রাষ্ট্রনায়কগণ বড় বড় অস্ত্র দিয়ে সমগ্র পৃথিবী জয় করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু তারা তা করতে পারেননি। আমরা জানি, জার্মানির সম্রাট হিটলার, ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান, মেসিডোনিয়ার মহান সম্রাট আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট, তারা সকলেই সারা পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউ সফল হতে পারেননি। অস্ত্র শুধু সংঘাতকে বৃদ্ধি করে থাকে না বরং তা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটিকে টিকিয়ে রাখে। আর অশান্তিকে গভীর থেকে আরও গভীরতর করে তোলে। অথচ ভালোবাসা দিয়ে তা অতি সহজেই জয় করা যায়। প্রভু যিশুখ্রিস্ট তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়-মন জয় করে নিয়েছেন। তাই তো খ্রিস্টের হৃদয়ের ছবিতে আমরা দেখে থাকি তাঁর হৃদয়ে প্রেমের আগুন কেমন দাউ দাউ করে জ্বলছে যা কখনো নিভে যায় না। প্রভু যিশুখ্রিস্ট অকৃপণভাবে আমাদের সকলকে সর্বদা ভালোবেসে যাচ্ছেন। খ্রিস্টপ্রেম হলো একটি শক্তিশালী প্রেম ও অস্ত্র। তাই খ্রিস্ট প্রেমে মগ্ন হয়ে, আমরা সবাই দিন কাটাবো বলেই অঙ্গীকার করি।

ভালোবাসা কোন বস্তু নয়: ভালোবাসা কোন বস্তু নয় বলেই এটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমরা কেবল এটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। কিন্তু তবুও পৃথিবীতে এটি একটি অতি মূল্যবান কিছু যা প্রতিটি মানুষ পাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল। কারণ, ভালোবাসা ছাড়া মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। যদি ভালোবাসা কোন বস্তু হতো বা বাজারে বিক্রি হতো তাহলে এটি কিনে বাড়ী-ঘর ভরে ফেলতাম এবং গহনা তৈরি করে সারা শরীর সাজিয়ে রাখতাম। ভালোবাসা দিয়ে বড় একটি তাজমহলও তৈরি করতাম। কিন্তু না, মনের এই ভাবনা ভাবনাই থেকে যায়। যিশুখ্রিস্ট আমাদের বলেছেন, "ভালোবাসা দিয়ে নিজের অন্তর পরিপূর্ণ কর, ভালোবাসা দিয়ে নিজেকে সাজাও, ভালোবাসাকে সবার উপরে স্থান দাও, তোমার ভালোবাসায় পরস্পর ঋণী হও।" মানে কোন জিনিস দিয়ে নয়। কারণ, সর্ব গুণের শ্রেষ্ঠ গুণ হলো ভালোবাসা। আর মানুষের ভালোবাসায় বুক বেঁধে থাকে।

ভাল লাগা আর ভালোবাসা এক নয়: হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। কাউকে বা কোন জিনিসকে আমার ভাল লাগতেই পারে। তাই বলে যে আমি তাকে ধরে বা কিনে ঘরে নিয়ে আসবো তা কিন্তু নয়। এই পৃথিবীতে বহু জিনিস বা মানুষকে আমার ভাললাগতে পারে, কিন্তু সেগুলো আমার প্রয়োজন নেই। তাই আমি তা ভালোবেসে কখনও নিয়ে আসবো না। একটি ছেলের অনেক মেয়েকেই ভাল লাগতে পারে, আবার একটি মেয়ের অনেক ছেলেকেও ভাল লাগতে পারে। তাই বলে যে- সে সবাইকে ভালোবেসে বিয়ে করবে তা কিন্তু নয়। আবার ব্যতিক্রম হিসেবে, ভাললাগা থেকেও ভালোবাসা হয় এবং তাকে সে বিয়েও করে। তাই তো ভালোবাসা একটি গভীর রহস্য, আবার এটি একটি অমূল্য সম্পদ যা সকল মানুষের জন্যে একান্ত আবশ্যক। আর সকল মানুষই ভালোবাসার কাঙ্গাল। এটি ছাড়া মানুষ সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে না। তাহলে সে ট্রমায় ভুগবে।

ভালোবাসা পবিত্র একটি গুণ: প্রকৃত ভালোবাসা অতি পবিত্র। কারণ, সেখানে ভগবান বিদ্যমান থাকেন। আমরা গান গেয়ে থাকি, "যেখানে ভালোবাসা সেখানেই ভগবান, ভগবান ভালোবাসা।" আগে চিঠির উপরে আমরা লিখতাম, "ঈশ্বরই প্রেম, প্রেমই ঈশ্বর।" God is Love, Love is God. কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায়, মোবাইলের বদৌলতে চিঠিপত্র মানুষ আর লেখে না। সেহেতু, উক্ত কথাটি মানুষ আর ব্যবহার না করতে করতে ভুলে গেছে। তবে আমরা সবাই চাই মানুষের মাঝে সর্বদা সত্যিকার প্রেম বা খাঁটি প্রেম বিরাজ করুক। যে প্রেম হবে পবিত্র প্রেম। তাহলে সেখানে কোন অশান্তি, দ্বন্দ্ব, মামলা, থানা-পুলিশ ইত্যাদি বিরাজ করবেনা। আর তখন পরিবারগুলো ভালোবাসার বন্ধনে একাত্ম হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। তাই ভালোবাসার পবিত্রতা ও সৌন্দর্য যেন আমরা

সবাই বজায় রাখি। ভালোবাসার সৌন্দর্যকে আমরা সবাই আঁকড়ে ধরবো আমাদের হৃদয় মন্দিরে। তখন আমরা বা আমি বলতে পারবো, "আমার বুকের মধ্যখানে হৃদয় যেখানে, ভালোবাসা সেখানে; আমি রেখেছি তোমায় প্রভু সেখানে, খুবই যতনে।"

ইহা যদি মনে রাখি, তাহলে আমাদের জীবন পবিত্র ভালোবাসায় ফুটে উঠবে গোলাপের মতো।

ভালোবাসায় ত্যাগস্বীকার বিদ্যমান: কবির ভাষায়- "দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?" ভালোবাসায় যেমন আনন্দ আছে, তেমনি দুঃখও আছে। দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ নিয়েই ভালোবাসা। সেটাকে মেনে নিতে হয় সবাইকে। গানের কথায় বললে, "ভালোবেসে যদি একদিনও না-ই কাঁদলাম, তবে এ কেমন ভালোবাসা বল?" দুঃখ সারা জীবন থাকেনা। যেমন কবির কথায়, "মেঘের আঁড়ালে সূর্য হাসে।" মেঘও সারা জীবন আকাশে থাকেনা। দুঃখের পর সুখ, এটাই স্বাভাবিক। তাই দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে তা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টায় থাকলে, সহজেই তা দূর হয়ে যাবে এবং সুখ এসে দরজায় করা নাড়বে। আবার সব ভালোবাসায় আনন্দ থাকেনা এটিও সত্য। যেমন, কবির ভাষায় বলতে হয় "সব ফুল দেবতার চরণ পায় না, সব ঝিনুকে মুক্তা থাকেনা, সব নদী সাগরের দেখা পায় না, সব ভালোবাসা মিলনে শেষ হয় না।" এটাই বাস্তব। আবার, ভালোবাসলেই সবার সাথে ঘর বাঁধা যায়না, হাজার বছর কাছে থাকলেও কেউ কেউ আপন হয় না। সেহেতু, ভালোবাসায় দুঃখ-কষ্ট দেখে হতাশ-নিরাশ হতে হয় না। তাহলে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আবার ভালোবাসাকে কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়। কার্যবিহীন ভালোবাসা মৃত। আমি যদি কাউকে সারাদিনে একশত বারও বলি যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি অথচ তাকে কোন কাজে-কর্মে সহযোগিতা না করি তবে সেটা হবে মিথ্যে কথা। ভালোবাসার ক্ষেত্রে কথা এবং কাজের মধ্যে মিল থাকাটা অতি প্রয়োজনীয়। ভালোবাসায় ত্যাগস্বীকার না থাকলে তা হয়ে যাবে সহজলভ্য। সহজ লভ্য কোন জিনিসের প্রতি মায়া থাকেনা এবং ইহা টিকেও না। ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে যা অর্জন করা হয় সেটার প্রতি অনেক মায়া-মমতা-ভালোবাসা থাকে। তাই আমরা ভালোবাসাকে যেন সহজলভ্য না করে বরং অর্থপূর্ণ করে তুলি।

পরিপক্ক ও অপরিপক্ক ভালোবাসা: ভালবাসার অর্থ না বুঝেই কোন কাজ করা বা বিয়ে করা ঠিক নয়। অনেকে ভালোবাসা ঠিক মত বুঝে না– ইহা কি, কেন গুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি, না বুঝে শুনেই কাজ বা বিয়ে করে। যার ফলে ঐগুলো বেশী দিন টিকে না। শেষে হায় হায় করে, কিন্তু কোন লাভ হয় না কারণ, তারা অশান্তির কারণ খুঁজে পায়না। এটা হলো অপরিপক্ক কাজ বা ভালোবাসার বিয়ে। তখন শুধু ঐ গানটিই বার বার মনে পড়বে- "ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে।" তখন সুখের নাগাল খুঁজেও আর পাওয়া যায় না। শুধু দুঃখের সাগরেই ভাসতে হয়। সুখটা দুঃখের জানালা দিয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায়, হারিয়ে যায়! সেহেতু, পরিপক্ক ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যে কোন কাজ বা বিয়ে করতে হয়। ভালোবাসার সাথে যে দায়িত্ব-কর্তব্য, ত্যাগস্বীকার জড়িত তা বুঝে-শুনে তারপর সামনের দিকে এগুলে তখন অশান্তি বা পতনের ভয় আর থাকেনা। তখন সব কাজেই জয়ী হওয়া যায়। আর তখনই সবাই বলতে পারব- "সাগরে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়?"

ইউরোপে স্টাডি ও জব ভিসা

ROMANIA
* WORK PERMIT VISA : ২২-৪৮ বছর (রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার ও ফুড ডেলিভারি জব)
* স্টাডি ভিসা ঃ ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম/ ব্যাচেলর/ মাস্টার্স
Worldwide visit visa processing

JAPAN
* মাত্র ৩-৬ মাসের মধ্যে জাপানে একা অথবা স্বপরিবারে স্থায়ী বসতি গড়ার সুযোগ ঃ নূন্যতম SSC পাস হলেই চলবে।
* জব ভিসা: Int'l Service Category-তে নিশ্চিত জব ভিসা। যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা/ব্যাচেলর/ মাস্টার্স হতে হবে। বয়স: ২৫-৪০ বছর।
* স্টাডি ভিসা: ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম/ ব্যাচেলর/ মাস্টার্স ও পি এইচ ডি ডিগ্রিতে পড়াশোনায় সীমিত সুযোগ রয়েছে।

একই সাথে- USA/Canada/Uk/Australia/New Zealand/ S.Korea/Austria/ Italy/ Norway/Denmark/Sweden/Finland/ Russia-তে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং চলছে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুনঃ

হেড অফিস: বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
(আমেরিকান দূতাবাসের পর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপের জন্য প্রাথমিক সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত ২২ বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd

বিজ্ঞ/৪৩/২৫

ভালোবাসার একাল ও সেকাল

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

স্রষ্টার সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীতে ভালোবাসা সবচেয়ে পবিত্রতম শব্দ। আর প্রেম একটি সুন্দর অনুভূতি। সবার জীবনে ভালোবাসা কমবেশি মেলে, কিন্তু প্রেমের দেখা পান খুব সৌভাগ্য বান মানুষেরা। এই প্রেম-ভালোবাসা কোন কিছু দিয়েই আটকানো যায় না। আবার কেউ চাইলেও যেমন ইচ্ছা তেমন করে বিলিয়ে দিতে পারে না। অবস্থাভেদে দেখা যায় মানবিক বিপর্যয়। এ জন্যে বলা হয়ে থাকে,"মানুষ মাতাল হলে আর প্রেমে পড়লে তা গোপন থাকে না"। সৃষ্টির আদি হতেই 'ভালোবাসা' ছিল, এখনও আছে ও অনন্তকাল থাকবে'। পরিবর্তন হয়েছে ভালোবাসার অর্থ, প্রকাশভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি, ধরণ বা নমুনা, ভালোবাসা প্রকাশের স্থান ও স্থায়ীত্ব, ভালোবাসার চাহিদা, প্রতিদান, অনুভূতি, চিন্তা বা কল্পনা ইত্যাদি। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা কি তা যিশু সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যিশু বলেছেন, "ভালোবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালোবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালোবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালোবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য" *(১ করিন্থীয় ১৩: ৪-৭ পদ)*। লুইস ম্যাকেন বলেছেন যে, "ভালোবাসা হচ্ছে একধরনের মায়া যেখানে পুরুষ এক নারীকে অন্য নারী থেকে আলাদা করে দেখে আর নারী এক পুরুষকে অন্য পুরুষ থেকে আলাদা করে দেখে"। ভালোবাসা সর্বজনীন ও সর্বকালের জন্য প্রয়োজন। ভালোবাসার স্থায়ীত্ব বা টিকে থাকে দেওয়া-নেওয়ার উপর ভিত্তি করে। টমাস ফুলার তাই বলেছেন, "ভালোবাসতে শেখো, ভালোবাসা দিতে শেখো, তাহলে তোমার জীবনে ভালোবাসার অভাব হবে না"। এই কথাটা সত্য যে, "ভালোবাসতে জানলে, ভালোবাসার মানুষের অভাব হয় না। ভালোবাসতে না জানলে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া বহু কষ্ট। আর আমাদের ভালোবাসা হতে হবে একদম মনের গহীন হতে শর্তহীনভাবে।

সেকাল বা পূর্বের ভালোবাসা: "ভালোবাসার কোন কাল নেই, ভালোবাসা সর্বজনীন"। সেকালের ভালোবাসা শুরু হতো পত্রের বিনিময়ের মাধ্যমে বা ডায়েরির পাতাতে ফুল, পাতার, ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে জীবনের কথাগুলো সাজাত। কোন রকমে চলার মাঝে একটু প্রশান্তি দিতে পারলেই ভালোবাসা উপলক্ষ্য। তখন উন্নতমানের রেস্তোরাঁয় খাবার খাইয়ে ও বহুমূল্যবান উপহার ভালোবাসা নিবেদন করতে হতো না। অতীতের ভালোবাসা ছিলো খাঁটি ও নির্ভেজাল। ভালোবাসা প্রকাশের জন্য একটি গোলাপ ফুল দেওয়াটাই ছিল অনেক

কঠিন বিষয়। পরিবারের মধ্যে ভালো-মন্দ কিছু আয়োজন করাই ছিল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তখন উপহারের চেয়ে বেশি প্রকাশ পেত দেখা-দেখি, চোখা- চোখির মধ্যদিয়ে। পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা প্রকাশ করা বা বলাটা ছিল বহু কঠিন বা চ্যালেঞ্জপূর্ণ। বর্তমানে যে ভাবে আনাচে, কানাচে, একেবারেই রাস্তায়-ঘাটে বা রেস্তোরাঁয়-হোটেলে ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়, পূর্বে তা কোনভাবে সম্ভব ছিলো না।

পরিবারের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উত্তম স্থান ছিল পরিবারের সীমিত স্থান। কিন্তু তখন ভালোবাসা যতটুকু প্রকাশ করা হতো, তা ছিল খাঁটি বা পবিত্র ভালোবাসা। নিজের পছন্দের ভালোবাসার মানুষ কম থাকলেও, ছিল প্রকৃত ও খাঁটি ভালোবাসার বন্ধন, যা সহজে ছিঁড়ে যেতো না বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ছিলো না। তখন ভালোবাসার মধ্যে ছিলো বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি আস্থা, সম্মানের ও একে অপরের উপর নির্ভরতা, যা সংসার জীবন টিকে থাকতে সহায়তা করত। তখন ভালোবাসার মধ্যে ছিল তৃপ্তি ও ভালোবাসা ছিল একক ব্যক্তি কেন্দ্রিক, অর্থাৎ একজনকে নিয়ে সুখি হওয়া বা জীবন কাটানোর প্রত্যাশা। সাধু পল বলেছেন, "ভালোবাসার কোন মৃত্যু নেই" *(১ করিন্থীয় ১৩: ৮ পদ)*। সেকালের ভালোবাসার মানুষকে খুঁজে পেতে যেমন কষ্টকর ছিলো, তেমনি ভালোবাসার মানুষকে ছেড়ে যাওয়াও ছিলো বহু কষ্টের বা চ্যালেঞ্জের বিষয়। কারণ ভালোবাসায় ছিল না কোন সন্দেহ।

একালের ভালোবাসা: একালের ভালোবাসাকে বলা হয় মডার্ণ বা ডিজিটাল ভালোবাসা। কারণ বর্তমানের ভালোবাসা হলো আবেগ প্রবণ ও চাহিদা পূরণ প্রবণ। বর্তমানের ভালোবাসা হলো উন্নতমানের রেস্তোরাঁতে খাবার খাওয়ানো ও বহুমুল্যের উপহার প্রদান করাই হলো ভালোবাসার আসল উদ্দেশ্য। ভালোবাসার নামে বন্ধু মহলে প্রতিযোগিতা চলে কত টাকার উপহার সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে তার উপর। প্রিয়জনকে নিয়ে সারা দিন ঘুরে বেড়ানো ও শপিং মলে যাওয়া। ভালোবাসার সংস্পর্শ আসার আগেই যেন ভালো রাখার আয়োজন সাজাতে ব্যস্ত। নিজেদের অতিরিক্ত আধুনিক বা ডিজিটাল মনে করে আমরা নষ্ট করে ফেলেছি ভালোবাসার গভীরত্ব। অবাধ মেলামেশা, বিচরণ, বেহায়াপনার মাধ্যমে নিজেদের মাতিয়ে রাখাই যেন ভালোবাসা। নিজের ব্যক্তিত্ব সত্বাকে বিলিয়ে দিয়ে অনৈতিকতার মাধ্যমে ভালোবাসার পবিত্র দর্শন খুঁজলেও বারবার আমরা নিজেকে ঠকিয়ে আসছি। বর্তমানে আধুনিকতার নাম করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে ভালোবাসার নামে পাপ ছড়াচ্ছে সমাজে। বর্তমানের ভালোবাসা হলো মোবাইল কেন্দ্রিক ভালোবাসা, যার বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সকালে বলে, "I love you", দুপুরে বলে, "I kiss you" ও রাত্রে বলে, "Good Night forget me"। তাই বর্তমানের ভালোবাসা কিন্তু বেশি দিন টিকে না।

ভালোবাসার একাল ও সেকালের মধ্যে পার্থক্য: ভালোবাসা সর্বকালের হলেও এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন:

১. সেকালে ভালোবাসা ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই। কারণ আগের ভালোবাসার মধ্যে ছিলো বিশ্বাস, আস্থা, পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা, গভীর আশা, দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, সম্মানবোধ, ভক্তি, পরিষ্কার জলের মতো, যার

মধ্যে ছিলো গভীর তৃপ্তি। কিন্তু বর্তমানের ভালোবাসা হলো অস্থায়ী ও ক্ষণিকের ভালোলাগা ফুলের মত। যেখানে আছে অবিশ্বাস, ক্ষণস্থায়ী সুখ, চাহিদা, স্বার্থপরতা, দায়িত্বহীনতা, সন্দেহ প্রবণতা, বহুরূপি ভালোবাসা, ভালোবাসার বিনিময় শুধু চাওয়া পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

২. সেকালের ভালোবাসা ছিলো পত্র মিতালী, গাছতলায়, নদীর জলের মতন পবিত্র বা স্বচ্ছ। কিন্তু বর্তমানের ভালোবাসা হলো মোবাইল কেন্দ্রিক। মোবাইল হতে ভালোবাসার শুরু। বর্তমানের ভালোবাসা বহুব্যক্তিকেন্দ্রিক, একজনকে নিয়ে সুখি না। ভালোবাসি একজনকে কিন্তু প্রেম করি অন্য মানুষের সাথে। ভালোবাসার মানুষ যখন চাই তখনই দেখতে পাই। বর্তমানে ভালোবাসা হলো সহজেই হাত বিনিময় করা যায়।

৩. সেকালের ভালোবাসা শব্দটা বলা ছিলো অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জের বিষয়, ভালোবাসায় থাকে শর্ত। ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার ছিল। কিন্তু বর্তমানের ভালোবাসা হলো হাতের মুঠোয়, যখন তখন বলা যায় ও ভালোবাসার কথা সহজে পরিবর্তন করা যায়। পূর্বের ভালোবাসা ছিলো স্বপ্ন, যার মধ্যে ছিলো মনের, হৃদয়ের কল্পনা ও পরিতৃপ্তি। কিন্তু ভালোবাসা হলো আবেগ ও পছন্দ, যা ক্ষণে ক্ষণে পরিবতন হয়, অর্থাৎ সকালে ভালো লাগে একজনকে, বিকালে আরেকজনকে। এটাই হলো বর্তমান ভালোবাসার বড় বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায় যে, একালে ও সেকালের ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে দিন-রাত পার্থক্য। বর্তমানের ভালোবাসার শুরু ও শেষ বলতে কিছুই নেই, আর সেকালের ভালোবাসা শুরুটা অনেক সময় ও কষ্টের হলেও জীবনের শেষটা ছিলে গভীর হৃদয়ভরা।

উত্তম ভালোবাসা: পবিত্র ও খাঁটি ভালোবাসা মানুষের মধ্যে যে বন্ধন গড়ে ওঠে তা চিরস্থায়ী থাকে ও থাকবে। ভালোবাসা নিবেদিত প্রাণ, ভালোবাসার প্রতিদান হলো নিজেকে উৎসর্গ করা। খাঁটি ভালোবাসায় কষ্ট, দুঃখ ও বেদনা থাকলেও বিচ্ছেদ ও দূরত্ব থাকার কোন সুযোগ নেই। উত্তম ভালোবাসা অন্ধ নয়, বরং পরস্পরকে জানে, সম্মান করে, কাছে টেনে নেয়, সুখে-দুঃখে বুকে টেনে নেয়, পরস্পরের সহমর্মী হয়, দু'য়ে মিলে এক হয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার জন্য কাজ করে যায়। ভালোবাসা শুরু হয় নিজেকে ভালোলাগা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। লুসিলি বেল বলেছেন যে, "পৃথিবীতে কোন কিছু করতে হলে অবশ্যই নিজেকে আগে ভালোবাসতে হবে"। ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীকে জয় করা যায়, আবার ভালোবাসার কাছে পৃথিবী হেরে যায়। কারণ প্রকৃত ভালোবাসা দিয়ে, না পাওয়াকে পাওয়া যায়, অসাধ্যকে সাধ্য করা যায়, অর্থাৎ ভালোবাসা দিয়ে সবকিছু করা বা জয় করা সম্ভব। ডেভিড বস বলেছেন,"ভালোবাসা এবং যত্ন নিয়ে মরুভূমিতেও ফুল ফোঁটানো যায়"। তবে ভালোবাসা হতে হবে খাঁটি ও পবিত্র। মডার্ণ বা আধুনিক ভালোবাসার নামে অবাধ মেলামেশা, এখানে সেখানে প্রেম-প্রীতি করা, মোবাইল প্রেম, সকালে প্রেম ও বিকালে ছাড়াছাড়ি ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। ভালোবাসা পুতুল খেলা না, ভালোবাসা হলো পবিত্র আবেগ, অনুভূতি যা অন্তর থেকে আসে ও আজীবন জীবিত থাকে। "ভালোবাসা সর্বদা ভালোলাগার না হতেও পারে", তবে গ্রহণীয়তা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, পরস্পরের প্রতি মর্যাদা প্রদান করে একসাথে থাকার সংকল্প বা ব্রত গ্রহণ করা সত্যিকারের ভালোবাসা। ভালোবাসা হবে হৃদয়ের টানে।

সবাই ভালোবাসা পেতে চায়: সবাই ভালোবাসা পেতে চায়, প্রিয় মানুষদের ভালোবাসতে চায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ সবার ভালোবাসার রং এক। ভালোবাসা কাঁটাতারের বাঁধন মানেনা। ভালোবাসা মানতে চায় না জাত কিংবা মান। ভালোবাসা মানুষের জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এক কথায় বলা যায়, দিনের শেষে সবাই ভালোবাসার কাঙ্গাল। সবার পরম চাওয়া, আবেগ, উচ্ছ্বাস ভালোলাগার ভালোবাসা, দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে একটা গভীর বিশ্বাস, আস্থা, সম্মানবোধ, পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা, আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ ছিল, যা এখনও সকলে কামনা করে থাকেন। একজন যুবক-যুবতী, স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বন্ধু-বান্ধবী যখন পরস্পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে, তখনই বলা যাবে যে, তাদের মধ্যের ভালোবাসা খাঁটি বা পবিত্র। ভালোবাসা কখনই প্রতিদান বা উপহার চায় না, চায় শুধু আত্মদান। ভালোবাসা শুধু একদিনের নয় বা ১৪ ফেব্রুয়ারির নয়। ভালোবাসা হলো প্রতিদিনের, সাড়া বছরের, সাড়া জীবনের অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও ভালোবাসা জীবিত থাকে। সারাহ ডেসেন বলেছেন,"ভালোবাসার জন্য কোন দিনক্ষণ নেই এটা যেকোন সময়ই এসে যেতে পারে"। তাই ভালোবাসা অপ্রকাশিতও হতে পারে। কারণ ভালোবাসা হলো হৃদয়ে ও মানসিক চিন্তা চেতনা ও উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। জর্জ ডেবিটসন বলেছেন, "যে ভালোবাসে কিন্তু প্রকাশ করে কম সেই ভালোবাসা হলো প্রকৃত"। পিতা-মাতাগণ সন্তানদের বার বার বলেন না যে, "ভালোবাসি, ভালোবাসি", কিন্তু তারা সন্তানদের সত্যিই হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। ভালোবাসা এতো পবিত্র ও সুন্দর যে, আমাদের জীবনে প্রতি দিনই "ভালোবাসা দিবস" হওয়া উচিত। কারণ ভালোবাসার দিবসে সবার মন ও হৃদয় পবিত্র থাকে অন্যদের প্রতি আমাদের মন-মানসিকতা অনেক উদার ও পবিত্র থাকে। এই দিনে সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত মানব কল্যাণে এ জগত সংসারে। যিশু যেমন বলেছেন," তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে" এবং "তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে" *(মার্ক ১২: ২৯-৩১ পদ)*। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যিশুর শিক্ষানুসারে ভালোবাসা স্থায়ী ও পূর্ণতা, সেই প্রত্যাশা সকলের কাম্য। "ভালোবাসা সীমাহীন:"। "কেননা যখন ঈশ্বরের ভালোবাসা, তখন ভালোবাসার কোন সীমা থাকতে পারে না, কারণ ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হতে পারে না" *(ঐশবাণী-ধ্যান)*।

আজ বিশ্ব ভালোবাসার এই সুন্দর দিনে শুধু বলবো, আমাদের ভালোবাসা হোক প্রতিদিনের। ভালোবাসি প্রথমে নিজেকে এবং মা-বাবা, ভাই-বোন এবং নিজের জীবন-সাথী ও আদরের সন্তানদের। আমাদের ভালোবাসা হোক একদম শর্তহীন পবিত্রতায় ভরপুর। ভালোবাসা হোক শুধু মানুষে মানুষে অবিরাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

'শিক্ষা মনোবিদ্যা' লেখক, সুশীল রায়, সোমা বুক এজেন্সী. ৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯, খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে "ঐশবাণী ধ্যান" সাধু বেনেডিক্ট মঠ, মহেশ্বরপাশা, খুলনা, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট, পবিত্র বাইবেল, বিশ্বাসের মানুষ, লেখক, জীন গসেলিন আরনল্ড

লূর্দের রাণী মা মারীয়া ও আমাদের জীবন

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

কাথলিক মণ্ডলীর আদি যুগ থেকেই মা-মারীয়া শ্রদ্ধেয়া, পূজিতা ও নন্দিতা। আন্তোয়োক নগরের সাধু ইগ্নাসিউস ১০৭ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডলীকে কাথলিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কাথলিক মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হলো: পবিত্র বাইবেল, প্রৈরিতিক প্রথা-ঐতিহ্য ও পিতৃগণের শিক্ষা। এই তিনটি মূল সত্যের উপর কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত হয়। মা-মারীয়া প্রেরিত শিষ্যদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন যা পঞ্চাশত্তমীর পবিত্র আত্মা অবতরণের ঘটনায় বিদ্যমান *(প্রেরিত ২:১-৪২)*। খ্রিস্টমণ্ডলী 'মাতা-মণ্ডলী' হিসেবে পরিচিত আর মা-মারীয়া হলেন মণ্ডলীর 'মাতা' যা সব যুগে গৃহিত ও সম্মানিত। কাথলিক মণ্ডলীর সাথে মা-মারীয়া ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। মা-মারীয়া আদি যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগেও সমভাবে সম্মানিত ও গৃহিত তার অনুগ্রহ, কৃপার ও আশীর্বাদের জন্য। তিনি প্রতিটি কাথলিক ভক্তবিশ্বাসীর নিকট শ্রদ্ধেয়া ও বরণীয়া। মারীয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'রাজকন্যা', শ্রদ্ধেয়া ও 'সুন্দরী' ও 'সর্বোৎকৃষ্ট' নারী। শিশুকাল থেকে দৈহিক ও আত্মিকভাবে মারীয়া সুন্দরী ছিলেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথা ও শিক্ষায় বলা হয়েছে যে, 'ঈশ্বর তাঁকে জন্মগত পাপ বা আদিপাপ ছাড়া সৃষ্টি করেছিলেন'। এছাড়া তিনি ছোটবেলা থেকে 'কুমারী' থাকার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের সেবার সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছিলেন।

মা-মারীয়ার বিষয়ে প্রধানত ৪টি উৎস থেকে আমরা জানতে পারি।

প্রথমত: পবিত্র বাইবেলের বাণী ও লেখা।

দ্বিতীয়ত: খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য ও প্রথা এবং প্রাচীন শিক্ষা ও আদিমণ্ডলী।

তৃতীয়ত: বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন স্থানে মারীয়ার দর্শন।

চতুর্থত: পিতৃগণ, পোপগণ ও মণ্ডলীর বিভিন্ন শিক্ষা।

মা-মারীয়া দর্শন দানের মাধ্যমে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন। বিভিন্ন দূর্যোগপূর্ণ বাস্তবতার সময়ে মা-মারীয়া নিজেকে প্রকাশ করেন এবং বিশ্বাসের রহস্যময় সত্যকে তুলে ধরেন। কাথলিক মণ্ডলীতে মা-মারীয়ার দর্শনের সংখ্যা অগণিত এবং তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মাতামণ্ডলী মারীয়া দর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের আশ্চর্য কাজের ফল ও কৃপা আশীর্বাদ লাভ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মা-মারীয়া অসংখ্যবার দর্শন দিয়েছেন এবং আশ্চর্য কাজ ও জগতের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য নির্দেশনাও দিয়েছেন।

বিশ্বের উল্লেখ্যযোগ কয়েকটি আশ্চর্য স্থান বা ঘটনা হলো- 'ফ্রান্সের লূর্দ, পর্তুগালের ফাতেমা', 'ইতালির লরেতো', 'ভারতের ভেলেঙ্কিনী', 'ম্যাক্সিকো গুয়াদালুপা', 'পশ্চিম বঙ্গের ব্যাণ্ডেল' ইত্যাদি। মা-মারীয়ার দর্শন স্থানগুলি হাজার হাজার ভক্তবিশ্বাসী মানুষের

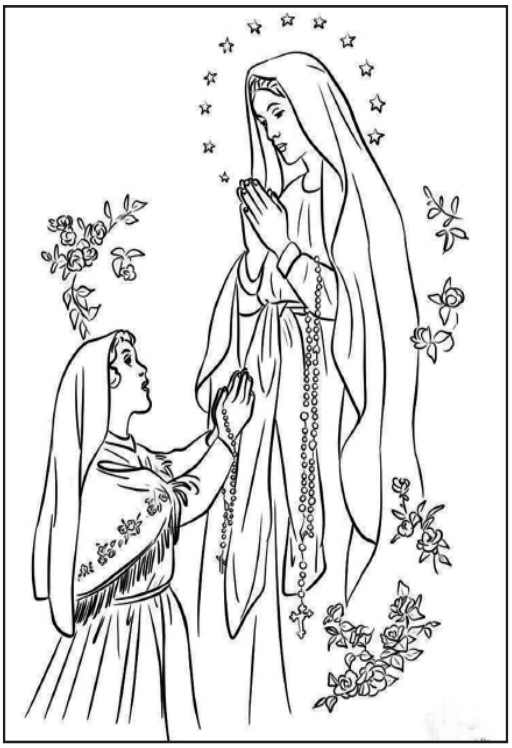

জন্য তীর্থস্থান রূপে স্মরণীয় হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় তীর্থস্থান হলো মা-মারীয়ার নামে। মা-মারীয়ার নামে তীর্থস্থানগুলোতে প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, নভেনা, পাপস্বীকার ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা পূরণ করার জন্য শত শত তীর্থযাত্রী সমবেত হয়। প্রার্থনা ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের গুণে তীর্থস্থানগুলিতে শত শত আশ্চর্য কাজ ও আধ্যাত্মিক কল্যাণও সাধিত হয়। কাথলিক মণ্ডলীতে তাই দিনের পর দিন মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও আশ্চর্য কাজের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

কাথলিক মণ্ডলীতে অসংখ্য সাধু-সাধ্বীর পর্ব রয়েছে এবং সাধারণত বছরে একবারেই সাধু-সাধ্বীদের পর্ব বা স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মা-মারীয়ার নামে দুই ডজনের বেশী পর্ব বা স্মরণ দিবস রয়েছে। মারীয়ার দর্শন ও আশ্চর্য কাজকে ঘিরেই পর্ব ও তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে। মা-মারীয়ার জীবনের প্রকাশ ও বহুবিধ গুণাবলির পূর্ণতা লাভ করেছে দর্শন ও ঘটনাগুলির মাধ্যমে।

মা-মারীয়ার স্মরণে তীর্থস্থানগুলির মধ্যে 'লূর্দই' প্রধান স্থান হিসাবে গৃহিত ও বিবেচিত হয়েছে। মধ্য ইউরোপের দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্যতম একটি তীর্থ হলো 'লূর্দ'। বিশ্বের সবচেয়ে বেশী মারীয়া ভক্ত তীর্থযাত্রী লূর্দে সমবেত হয় এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা বা উদ্দেশের পূর্ণতা লাভ করে। লূর্দ নগরীতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি প্রথম মা-মারীয়ার দর্শন দান করেন ১৪ বছরের গ্রাম্য বালিকা বার্ণাডেটের (১৮৪৪-১৮৯৭) নিকট। বার্ণাডেট ছিলেন নিতান্তই গ্রাম্য বালিকা এবং দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান। তিনি দরিদ্রতা ও অসুস্থতার কারণেই পড়াশুনা করার সুযোগ পাননি কিন্তু তার হৃদয় মন ছিলো বিশ্বাস ও সরলতায় পরিপূর্ণ। বার্ণাডেট ছোটবেলা থেকেই ঠাণ্ডাজনিত রোগ 'এজমাতে' আক্রান্ত ছিলেন। তার অন্যান্য ভাই-বোনদের সাথে রান্না করার জন্য লাকড়ি কুড়ানোর কাজটি ছিল অন্যতম। লাকড়ি কুড়ানোর সময়ে বার্ণাডেট সুবিরু খাদ নদীর তীরে পাহাড়ের গুহায় মা-মারীয়ার দর্শন পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে বার্ণাডেট ও আরো অনেকের নিকট পর পর ১৮বার মা-মারীয়া দর্শন দেন এবং নিজেকে তিনি 'আমি অমলোদ্ভবা' বলে পরিচয় দেন।

মা-মারীয়ার গুণাবলী ও বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনা, লোকভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে অনেকগুলো পর্ব মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে। আবার মা-মারীয়ার গুণাবলী দর্শন; তথা ও তত্ত্ব নিয়ে বিভ্রান্তকর পরিস্থিতিও তৈরী হয়েছে। তাই মারীয়ার জীবন চরিত, আশ্চর্যময় বাস্তবতা ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শিক্ষা ও নির্দেশনা দিয়েছেন। মা-মারীয়ার বিষয়ে শিক্ষাগুলো সর্বদাই মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণিত ও স্বীকৃত। পুণ্যপিতা পোপ নবম পিউস (১৮৪৬-১৮৭৮) তাঁর পোপীয় সেবাদায়িত্ব পাললের সময়টি তিনি বিভিন্ন ধরণের নাস্তিকতা,

বস্তুবাদ ও আধুনিক মতবাদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে দৃঢ় ও নির্ভুল করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর মতবাদ, শিক্ষা ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত অনুশাসন পত্র Ineffabiles Deus এর মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণায় বলেন, "ধন্যা কুমারী মারীয়া পুত্র যিশুর ভাবী মৃত্যুর পুণ্যফলে তাঁর উদ্ভবের প্রথম মুহূর্ত থেকেই অপাপবিদ্ধ্যা, তিনি অমলোদ্ভবা"। মারীয়ার বিষয়ে বিশ্বাসের এই তথ্যটি প্রকাশের পর ভক্তবিশ্বাসী মানুষসহ অনেকের নিকট কিছুটা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিলে এবং বিশ্বাসের পরিপন্থী আলোচনা ও সমালোচনাও হয়েছিল। মণ্ডলীর মা কৃপাময়ী জননী মারীয়া অমলোদ্ভবা তথ্যটি প্রকাশের ৪ বছর পর মা-মারীয়া নিজেই নিজেকে "আমি অমলোদ্ভবা" বলে খাদ-নদীর ধারে পাহাড়ের নিকট আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন। ফলে, পুণ্যপিতার ঘোষণাটি আর কোন সন্দেহ বা দ্বিধা রইল না বরং বিশ্বাসীদের নিকট মা-মারীয়ার প্রতি বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো। 'লূর্দ' নামক স্থানের পাহাড়ের গুহায় মা-মারীয়া ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ জুলাই ১৯৫৮ পর্যন্ত পরপর ১৮বার বার্ণাডেটের নিকট দর্শন দেন। মারীয়ার দর্শন দানের মাধ্যমে বার্ণাডেট ঠাণ্ডা জনিত 'এ্যাজমা' রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে বার্ণাডেট ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করেন এবং একজন ব্রতধারী হিসেবে আজীবন বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার সরল ও পবিত্রতায়পূর্ণ জীবনের জন্য মাতামণ্ডলী তাকে সাধ্বী সম্মানে ভূষিত করেন। লূর্দ নগরের মা-মারীয়া জগতের শান্তি, কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য বার বার রোজারিপ্রার্থনা করার নির্দেশ দেন। রোগ-শোকেভুক্ত অনেক ভক্ত বিশ্বাসীই তার নিকট প্রার্থনা করে আশ্চর্য রকম ভাবে আরোগ্য লাভ করেছেন।

সাধ্বী বার্ণাডেটের নিকট মা-মারীয়া দর্শনের মাধ্যমে "লূর্দ নামক স্থানটি ভক্তবিশ্বাসী মানুষের নিকট তীর্থস্থান হয়ে ওঠে এবং দিন দিন তীর্থযাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। মা-মারীয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, পাপস্বীকার ও অন্যান্য কষ্টস্বীকারের মাধ্যমে প্রতিদিনই অনেক মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাতামণ্ডলী ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে লূর্দ নগরটিকে একটি তীর্থস্থান হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন এবং মারীয়ার সম্মানে লূর্দ নগরে একটি গ্রটো নির্মাণ করেন। মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর প্রথা গ্রটো নির্মাণ এই লূর্দ নগরী থেকেই শুরু হয়। বিশ্বের প্রধান প্রধান গ্রটোগুলি সাধারণত লূর্দ নগরের গ্রটোর আদলেই হয়ে থাকে। বিশ্বাসী ভক্ত মানুষের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক নিরাময় লাভের জন্য তীর্থকেন্দ্র হিসাবে লূর্দ নগরী সবার নিকট পরিচিত। মারীয়ার তীর্থকেন্দ্র হিসাবে লূর্দ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তীর্থকেন্দ্র। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালীন সময়ে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আধ্যাত্মিক ও শারীরিক নিরাময় লাভের জন্য লূর্দে সমবেত হয়। ফ্রান্সের লূর্দ নগরের বাৎসরিক তীর্থযাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ এবং অসংখ্য ভক্তবিশ্বাসী নিরাময় লাভ করে বিশ্বাস, ভক্তি ও আস্থার গুণে। লূর্দ নগরে মা-মারীয়ার মূল বাণী হলো 'আমি অমলোদ্ভবা' বলে নিজের পরিচয় দেয়া এবং জগতের মানুষের 'মন পরিবর্তনের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেয়া।

মা-মারীয়া যুগে যুগে ধন্যা, পূজিতা ও সহায়তা দানকারী মা। লূর্দ নগরের দর্শন ও 'অমলোদ্ভবা' তথ্যটি প্রকাশের ফলে জগতে মা-মারীয়ার প্রতি আস্থা ও ভক্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মানুষ, ধর্মপল্লীসহ অনেক কিছুতে লূর্দের রাণী মা-মারীয়ার নাম ধারণ করে। বর্তমান লূর্দ নগরী একটি আধুনিক তীর্থস্থান যেখানে তীর্থযাত্রীদের অবস্থান করা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যস্ততম ও অস্থির বাস্তবতার মধ্যেও প্রতিদিনই শত শত তীর্থযাত্রী লূর্দ নগরীতে ভিড় করে আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও মানুষিক প্রশান্তি লাভের প্রত্যাশায়। মণ্ডলীর শিক্ষায় বলা হয়েছে, "মারীয়া অমলোদ্ভবা' সারা জীবন তিনি পাপশূন্য জীবনযাপন করেছেন, তিনি সত্যিই ঈশ্বরের মা, তিনি সর্বদাই কুমারী ছিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন।" মারীয়ার 'অমলোদ্ভবা' বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষায় আরো বলা হয়েছে, "মারীয়া তাঁর উদ্ভবের প্রথম মুহূর্তে মৌলিক পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্ত এবং ঐশপ্রসাদে পরিপূর্ণ ছিলেন। সকল মানুষের মধ্যে একমাত্র মারীয়া তাঁর জীবনের শুরু থেকে চিরনির্মলা এবং অমলোদ্ভবা কারণ তিনি একা তাঁর উদ্ভবের প্রথম মুহূর্তে থেকে খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী প্রসাদ পেয়েছিলেন। মারীয়া মানব জাতির একজন বটে, তবুও ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনায় তিনি পাপের স্পর্শমুক্ত হয়েছিলেন। মণ্ডলীর পিতৃগণের কথায় মারীয়া হলেন, "নবীনা হবা" ও "জীবিতদের মাতা"। কিন্তু "হবা এনেছেন মৃত্যু আর মারীয়া এনেছেন 'জীবন'।" হবা অবাধ্য হয়েছিলেন মারীয়া কিন্তু প্রভুর বাধ্য দাসী হয়েছিলেন। মারীয়া যে অমলোদ্ভবা এ সত্যটি মণ্ডলীর অতি প্রাচীন বিশ্বাস" (খ্রীষ্টিয় ধর্মীয় শব্দার্থ, শব্দ টীকা, ৪১৬)।

পোপ এয়োদশ লিও (১৮৭৮-১৯০৩) যিনি 'পবিত্র জপমালার পোপ নামে' আখ্যায়িত । তিনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি লূর্দের রাণী মারীয়ার পর্বটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ দশম পিউস (১৯০৩-১৯১৪) লূর্দের রাণী মারীয়াকে বিশ্বমণ্ডলীর সর্বজনীন পর্ব হিসাবে ঘোষণা দেন। ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব রোগী হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। লূর্দের রাণী মা-মারীয়ার চরণে দেহ-মনের আরোগ্য লাভ ও মন-পরিবর্তনের প্রার্থনা ডালি নিবেদনের মাধ্যমে আমরা সবাই সুস্থ দেহ-মনের মানুষ হয়ে মণ্ডলীর সেবক হয়ে ওঠি॥

৪৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী

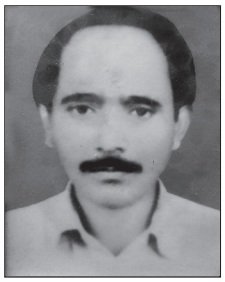

মরণ সে তো শেষ নয়,
ভক্ত প্রাণের নেই তো ক্ষয়।

স্বর্গীয় মার্সেল ডি' কস্তা
জন্মঃ ০৫ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যুঃ ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

দীর্ঘ ৪৫ টি বছর হলো তোমার বিদায়ের। এতো দীর্ঘ সময় পার হলেও, আমাদের কাছে আজও তুমি বর্তমান। তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে চিরকাল, আমাদের ভালোবাসার স্মৃতি হয়ে অনন্তকাল। আমৃত্যু ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মার চির শান্তির জন্য প্রার্থনা করে যাব।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা নীলয়, নন্দা, গুলশান।

বিজ্ঞ/৪২/২৫

সর্বজনীন ভালোবাসা: ঐতিহ্যগত, মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে

জাসিন্তা আরেং

ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভূতি যা সকল সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জাতির মধ্যে একটি সাধারণ মূলসুর। ভালোবাসা এমন একটি শক্তি যা মানব জীবনে পূর্ণতা আনয়ন করে ও অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে, এবং সমাজে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করে। তবে, এটি কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সীমিত নয়; বরং সর্বজনীন ভালোবাসা এমন একটি ধারণা যা পৃথিবীজুড়ে সকল মানুষ ও জীবের প্রতি সহানুভূতি ও পরম শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করে। বিশেষ করে, সর্বজনীন ভালোবাসা, মানুষের উদার মানসিকতা এবং আচার-ব্যবহার, ইচ্ছাশক্তি, সহানুভূতি, ক্ষমা এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। সর্বজনীন ভালোবাসার তাগিদেই ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে এবং তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতিগত ভেদাভেদ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিভাজন সত্ত্বেও, সর্বজনীন ভালোবাসা মানুষকে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে উৎসাহিত করে। সুফি সংস্কৃতি অনুসারে, 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা' শুধুমাত্র প্রেমিক ও প্রেমিকার সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি আধ্যাত্মিক শক্তি যা মানুষের অন্তরের গভীরে বাস করে এবং তার চারপাশে বসবাসরত মানুষদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে। 'সর্বজনীন ভালোবাসা' শব্দটি সাধারণত মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা, সহানুভূতি এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য এই ভালোবাসার প্রয়োজন। সমাজের সবার মধ্যে যদি একে অপরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির মনোভাব থাকে, তবেই, একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

সর্বজনীন ভালোবাসা সহানুভূতি এবং মানবাধিকার রক্ষার সাথেও সম্পর্কিত। তবে, দেশীয় প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের উপেক্ষা, তাদের মৌলিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে অসম্মান সর্বজনীন ভালোবাসার প্রকৃত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগণের জীবনধারা, ভাষা, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্যদের থেকে আলাদা। তাদের অধিকাংশই দুর্দশার মধ্যে বাস করছে, নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আদিবাসী জনগণ সাধারণত ভূমি অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সাংস্কৃতিক সুরক্ষা নিয়ে সংগ্রাম করছে। বিশেষত, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে ভূমি বেদখল, মৌলিক অধিকার হরণ এবং সাংস্কৃতিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। তাদের ভাষা, ধর্ম, এবং ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য তারা নানা ধরনের প্রতিবাদ ও আন্দোলন করে আসছে। তাদের এই সংগ্রাম সর্বজনীন ভালোবাসার প্রকৃত প্রয়োগকে বিঘ্নিত করছে।

বাস্তবে সর্বজনীন ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটাতে হলে, আদিবাসী জনগণের সংস্কৃতি, ভাষা এবং জীবিকা রক্ষার জন্য কাজ করতে হবে, তাদের অবহেলা ও শোষণ বন্ধ করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে হবে। তাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, এবং জীবনধারার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভূমি অধিকার রক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং বৈষম্য ও অবহেলা রোধ করে এক ও অভিন্ন সমাজ গড়ে তুলতে পারলে তা সর্বজনীন ভালোবাসার একটি প্রকৃত উদাহরণ হবে বিশ্বের কাছে।

প্রান্তিক মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখানোও সর্বজনীন ভালোবাসার অংশ। প্রান্তিক মানুষেরাও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যারা নানা কারণে মূলধারার সমাজ থেকে পিছিয়ে আছে। তারা সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল, অবহেলিত বা সুবিধাবঞ্চিত। এই মানুষদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। ভালোবাসা কেবল শর্তহীন সহানুভূতি নয়, সামাজিক ন্যায় ও সমতার প্রতীকও বটে। প্রান্তিক মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও অধিকারকে সম্মান জানানো হয়। তাদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দিতে পারলে সমাজে বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রান্তিক মানুষদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সহায়তার মাধ্যমে যেন তারা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে। তাদের জন্য ন্যায্য সুযোগ এবং অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং অন্যান্য মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই ভালোবাসা বাস্তবায়িত করা সম্ভব। সমাজের অবহেলিত অংশের প্রতি সর্বজনীন ভালোবাসা, তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে এবং একটি সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ শুধু মানবিক নয়, আমাদের সমাজের শুদ্ধতা এবং সমতা প্রতিষ্ঠার পথও।

অসুস্থ ও প্রবীণদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশও না করলে ভালোবাসার সর্বজনীনতা আসে না। অসুস্থ ও প্রবীণেরা সমাজের এক অবহেলিত অংশ, তাই তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি আমাদের মানবিক দায়িত্ব। অসুস্থ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতি এবং শুশ্রূষা প্রদর্শন করার মাধ্যমে তাদের জীবনে একটু সুখ এনে দিতে পারি। তাদের প্রতি সহানুভূতি এবং সাহসী সহায়তা তাদের মনোবলকে শক্তিশালী করে এবং সুস্থতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে। একইভাবে, প্রবীণদের প্রতি ভালোবাসা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, জীবনসংগ্রাম এবং সংগ্রামী মনোভাবকে সম্মান প্রদর্শন করে। সমাজের এই অমূল্য রত্নদের, যাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। প্রবীণদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের কথা শুনে এবং তাদের মর্যাদা দিয়ে আমরা তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে সমাজে সমতা, শান্তি এবং মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা মানবতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি। মানব সমাজ একটি জটিল ও বহুবিধ সম্পর্কের সমন্বয়ে গঠিত। এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান সম্পর্ক হলো একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, যা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয়। সামাজিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষ মানুষের প্রতি ভালোবাসা এমন এক অনুভূতি, যা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে এবং মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ সমাজের

জন্য ভালোবাসা অপরিহার্য। যখন সমাজে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তখন মানুষের মধ্যে শান্তি, সম্পর্কের সুদৃঢ়তা এবং সহযোদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রত্যেক সদস্য যদি একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করে, তবে তা শুধু মানুষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় না, বরং একটি ঐক্যবদ্ধ এবং মানবিক সমাজও প্রতিষ্ঠিত করে। এই ভালোবাসা মানবিক মর্যাদারও প্রতীক, যা মানুষের অধিকার, শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রতি ভালোবাসা একটি জীবনদর্শন ও গুরুদায়িত্ব। ভালোবাসার ফলস্বরূপ, আমাদের সমাজে শান্তি, সহযোগিতা, সমতা এবং মানবিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভালোবাসা হলো মানবতার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির প্রকাশ। এটা মানুষের অন্তর্নিহিত অনুভূতি, যা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে এবং একজনের দুর্ভোগে অন্যজনকে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন মানুষের প্রতি ভালোবাসার অর্থ হলো -তার অবস্থান, ধর্ম, বর্ণ, অথবা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে তাকে সমান মর্যাদা প্রদান করা। প্রতিটি মানুষেরই একে-অপরের সুখ-দুঃখে সহায়তা করা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। একটি সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমাজের সকল সদস্যের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা থাকাও জরুরি। বিশেষ করে, যারা সাধারণত অবহেলিত, তাদের প্রতি সহানুভূতি এবং ভালোবাসার প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা সমাজে সমতা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারি। সামাজিক অবিচার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যদিকে, ভালোবাসা একটি বিশ্বজনীন অনুভূতি, যা ব্যক্তি, দেশ এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনার প্রতীকস্বরূপ। আমাদের দেশ, মাটি এবং সর্বস্তরের মানুষের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করা এবং তা প্রকাশ করা একটি মহৎ মানবিক দায়িত্ব। ভালোবাসা একটি বৃহত্তর সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ধারণা। এক্ষেত্রে, দেশের প্রতি ভালোবাসা মানে কেবল মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার সুরক্ষা করা এবং মানুষের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করা। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দেশ, মাটি ও সর্বস্তরের মানুষের আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার প্রেরণায় স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশের প্রতি ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও, করোনা মহামারীকালীন দেশের মানুষগুলোর মধ্যে একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, ভালোবাসা কেবল কথা নয়, এটি একটি কার্যকরী সহানুভূতি ও সহায়তার প্রক্রিয়া।

পরিশেষে, সর্বজনীন ভালবাসা সমাজে, দেশে ও বিশ্বে একতা ও সমতার বার্তা নিয়ে আসে। সমাজের প্রতিটি জনগণের অধিকার এবং মর্যাদার সুরক্ষা করা সকল দায়িত্বসম্পন্ন মানব জাতির জন্য অঙ্গীকার হয়ে উঠুক। সর্বজনীন ভালোবাসা কেবল একটি নীতি নয়, বরং একটি আচার-ব্যবহার এবং বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং, আসুন, সকলে মিলে ভেদাভেদ ভুলে মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করার চেষ্টা করি, যেখানে প্রতিটি জনগণের মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষা পাবে। ভালোবাসা সীমানা পেরিয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠুক এবং ভালোবাসায় পূর্ণ ও সিক্ত হোক ধরা।

স্মারক: ২০২৪-২০২৫-নিবি-১

তারিখ: ০৪/০২/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

MCCCUL

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: -এর নিম্নলিখিত পদের জন্য খ্রিস্টান আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে চাকুরীর দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে:-

ক্র. নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	আবেদনকারী	অভিজ্ঞতা
০১	জুনিয়র অফিসার গ্রেড-৬ (ক্যাশ এন্ড লোন)	০১ জন	নূন্যতম এইচএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাশ হতে হবে।	২০-৩০	পুরুষ, মহিলা (উভয়)	• কম্পিউটার ও একাউন্টিং সফট্ওয়্যার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। • কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা একই ধরণের প্রতিষ্ঠানে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী ও সুযোগ-সুবিধা :

১) আবেদনপত্র সহ পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত। (মোবাইল নাম্বার-সহ)
২) রেফারেন্স হিসেবে ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা দিতে হবে (যিনি আপনার সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত আছেন)।
৩) শিক্ষাগত সনদের ১ সেট ফটোকপি।
৪) সদ্য তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৫) পদের নাম খামের উপরে স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৬) অফিসের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
৭) অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
৮) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদের মোবাইল ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জানানো হবে। সাক্ষাতকারের সময় প্রার্থীর মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
৯) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১০) আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। অফিস চলাকালীন সময়ে (বিকাল ৩:০০ ঘটিকা হতে রাত ১০:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্ব-শরীরে/ডাকযোগে/কুরিয়ার/ই-মেইল মারফত পৌঁছাতে হবে।
১১) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১২) শিক্ষানবিশ কালীন সময় ৩ মাস, প্রয়োজনে আরও ৩ মাস বৃদ্ধি পেতে পারে। (উল্লেখ্য, শিক্ষানবিশকাল সম্পন্নের পর স্থায়ীকরণ করা হবে এবং সমিতির বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা হবে)।
১৩) প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচ্যুইটি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া
গুলশান, ঢাকা-১২১২।
E-mail:mcccultd@gmail.com

প্রণয় রিচার্ড সরেন
সম্পাদক
ম. খ্রী. কো. ক্রে. ইউ. লি:

বেনেডিক্ট ডি' ক্রুজ
সভাপতি
ম. খ্রী. কো. ক্রে. ইউ. লি:

বিজ্ঞ/৪৪/২৫

ভালোবাসাতে সবই ভালো, সবই আনন্দময়

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

পৃথিবীর সব মানুষ ভালোবাসার কাঙাল। কারণ ভালোবাসা হলো মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। একটি শিশু পৃথিবীতে আসে তার পিতামাতার ভালোবাসার ফসল হয়ে। পিতামাতা ও পরিজনদের ভালোবাসা, যত্নে ও পরিচর্যায় সে বেড়ে ওঠে এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। কিন্তু জন্মের পর যদি শিশুকে কেউ না ভালোবাসে, যদি তার সঠিক যত্ন না নেয়, তবে শিশুটি জন্মের কিছু সময় পরই মৃত্যুবরণ করবে। কাজেই মানুষ যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, তাই সে ভালোবাসা চায়। অথচ ভালোবাসা কি, সেটার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত কেউই দিতে পারেনি। আর একারণে বলা যায়, "ভালবাসা" শব্দটি খুব সহজে উচ্চারণ করা যায়, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ অনেক গভীর। তবে কতটা গভীর সেটি বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের বদৌলতে সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর স্থান সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন; কিন্তু ভালোবাসার গভীরতা মাপা যায় এমন কোনো যন্ত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

ভালোবাসা কি বা কেমন? এমন প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর আছে বলে শুনিনি। তবে এটি সত্য বলে মনে করি যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষের হৃদয়ের গভীরে এমন একটি শক্তি দিয়েছেন, যেখানে স্নেহ, মায়া, মমতা, দয়া, ক্ষমা ও ভালো লাগার এমন এক অনুভূতি রয়েছে যার ফলে একজন মানুষ অন্যের জন্য নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে, নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিতে পারে, আবার অচেনা, অজানা কিংবা অনেক দূরের মানুষকেও আপন করে নিতে পারে। আর এই অনুভূতির নামই হলো ভালোবাসা। এইদিক থেকে বলা যায়, ভালোবাসা হলো একটি অদৃশ্য শক্তি। তবে একটি মাত্র বিশেষ সংজ্ঞায় ভালোবাসাকে কোনোভাবেই সংজ্ঞায়িত করা যায় না। যেহেতু ভালোবাসা অনুভূতির সাথে জড়িত, সেহেতু ব্যক্তি বিশেষে ভালোবাসার সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা ও ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, সেটি নির্ভর করে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের উপর। যদি প্রশ্ন করা হয়- ভালোবাসা কাদের মধ্যে হয়? তাহলে অনেকগুলো উত্তর চলে আসে। যেমন- পারিবারিক ভালোবাসা, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠী, সহকর্মী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং সৃষ্টিকর্তা-মানুষের মধ্যে ভালোবাসা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসার সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়। আর এ কারণে মোটে পানি এক হলেও পাত্র বিশেষে পানি যেমন একেক আকার ধারণ করে, তেমনি মোটে "ভালবাসা" এক হলেও সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ভালোবাসার ধরণ ভিন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক।

খুব সহজ ভাষায় বলা যায়, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা হলো পবিত্র ও চিরস্থায়ী বন্ধন। একে অপরের সাথে বিশ্বস্ততার সাথে জীবনযাপন করে। সুখে দুঃখে পাশে থাকে। আবার সন্তানের সাথে পিতামাতার ভালোবাসা হলো রক্তের বন্ধন। পিতামাতা মুখে ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেন না, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে স্নেহ, মায়া, মমতায় তারা সন্তানদের লালন পালন করেন। নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে দেন। আবার সন্তানেরাও পিতামাতাকে সম্মান করে এবং তাদের বাধ্যতায় থেকে পিতামাতার প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করে।

ভালোবাসার সংজ্ঞায় বলা যায়, "বিশেষ কোনো মানুষের প্রতি স্নেহের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ-ই হলো ভালোবাসা।" এই সংজ্ঞার সাথে শরৎচন্দ্রের "বিলাসী" গল্পের নায়িকা, বিলাসী'র উদাহরণ টানা যায়। আবার বলা যায়, "ভালোবাসা হলো ভালো লাগার গভীরতম অনুভূতি, যার বহিঃপ্রকাশ হতে ও পারে, আবার কোনো ক্ষেত্রে না ও হতে পারে।" একটি ছেলে ও একটি মেয়ের প্রেম বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে। দেখা যায়, অনেক ছেলেমেয়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করলেও তা প্রকাশ করতে পারে না। এ কারণে একে একতরফা ভালোবাসা বা one sided love বলা হয়ে থাকে। তবে শেক্সপীয়ার অন্যভাবে বলেছেন, "যে তার ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে না, সে ভালোবাসতেই জানে না।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালোবাসা পাবার দারুণ আকুতি প্রকাশ করে তাঁর গানে লিখেছেন- "ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে।" আবার আপন হৃদয়ের ভালোবাসার কথা অকপটে স্বীকার করে বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।" পল্লীকবি জসীম উদ্দিন ভালোবাসার গভীরতম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করে তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট করেই বলেছেন, "আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যে, আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।" বলা যায়, কবি হৃদয়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যেন তাঁর কলমের কালিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এ জন্য ভালোবাসাকে একটি অদৃশ্য শক্তি বললেও ভুল হবে না। কারণ ভালোবাসা এমন এক শক্তি, যা অন্যের শত অপরাধ ও ক্ষমা করতে শেখায়। শরৎচন্দ্রের কণ্ঠেও ভালোবাসার আরেক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে- "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়। মানুষকে কাছে পেলেই কেবল ভালোবাসা হয় না, একাকীত্ব সময় কারো স্মৃতি বয়ে বেড়ানোও কিন্তু ভালবাসা।" আবার কবি টেনিসন বলেছেন,"ভালবাসা যা দেয়, তার চেয়ে বেশি কেড়ে নেয়।" কবির এই উক্তির মধ্যেও ভালোবাসার বিরাট এক রহস্য লুকিয়ে আছে। আবার প্রেমের সংজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "প্রেমে সুখ দুঃখ ভুলে তবে সুখ পায়।"

কবি স্যার ওয়াল্টার স্কট বলেছেন, "For Love is Heaven, Heaven is Love." কবি স্যার ওয়াল্টার স্কট এর কবিতার এই কাছে ভালোবাসার সকল সংজ্ঞাই যেন হার মেনে যায়। ভালোবাসা মানুষের একটি সহজাত আবেগ। তাই এই শব্দটিকে ঘিরে সকল বয়সের মানুষের বেশ কৌতুহল থাকে। কারণ ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভূতি এবং আবেগকেন্দ্রিক একটি অভিজ্ঞতা। স্নেহ, মায়া, মমতা, দয়া, ভালো লাগা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, ত্যাগ, ক্ষমা, সুখ-দুঃখ সব কিছুর সংমিশ্রণের অনুভূতি এই "ভালোবাসা" ই প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অক্সিজেন। ভালবাসা শ্বাশত, চিরন্তন।

পবিত্র বাইবেলে সাধু পিতর ভালোবাসা সম্পর্কে সুন্দরভাবে বলেছেন, "প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম বড়াই করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না। *(১ করিন্থীয় ১৩:৪-৫)*। আধ্যাত্মিবাদীরা বলেন, "তুমি নিজেই ভালোবাসা হয়ে ওঠো। যখন একজন বললো- I am a love full soul, তখন সে নিজেই হলো ভালোবাসা। সূর্য যেমন সে যার কাছেই যাচ্ছে, তাঁকেই আলো ছড়াচ্ছে। অনেকটা তেমন তাই বলে বলছি না, একজন অনেকের সঙ্গে প্রেম করবে। মানুষ নিজে যখন ভালোবাসা হয়ে ওঠে, তখন অন্যজন তাঁকে ভালোবাসলো কিনা, এমন দ্বন্দ্বে কখনোই যাবে না।"

যিশুখ্রিস্ট একটি নতুন আদেশ জারি করেছেন-"তোমরা পরস্পরকে ভালবাসো।" এই আদেশটিই সবচেয়ে বড় আদেশ। কারণ একমাত্র ভালোবাসা দিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর আমাদের মনে রাখতে হবে- যেখানে ভালবাসা সেখানে ভগবান, ভগবান ভালবাসা। আর এ কারণে ভালোবাসাতে সবই ভালো, সবই আনন্দময়।

ভালোবাসার চিরকুট

সুনীল পেরেরা

শেষ বিকেলের হলুদাভ ম্লান আলো পশ্চিমে হেলে পড়েছে গাছের পাতায় পাতায়। স্বচ্ছ নীলান্ত হাওয়া লতাপাতায় মণ্ডিত বাগানে ফুলের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে পড়েছে। শীতের সন্ধ্যায় দিন শেষ না হতেই ঘুমিয়ে পড়ল রাতের কোলে। যত না রাত তার চেয়েও বেশি রাত জমেছে এই নির্জন এলাকায়। প্রান্তরের অরণ্যে জোনাকিদের মৌণ-মশাল মিছিল। একটু পরেই রূপসী মেয়ের কপালের নীল টিপের মত দেখা দিল উজ্জ্বল সন্ধ্যা তারা। দিগন্তের ওপারে তারাটি দপ দপ করে জ্বলছে আকাশের চাঁদোয়ায়। ঝিলের ওপারে শাল সেগুনের জঙ্গলে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠেছে।

ঘন্টাখানেক পরেই বনের ধারে সোনা-গলানো আকাশে নধর চাঁদ উঠেছে। বাঁশবাগানের ঘন বুনটের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার কুঁচি এসে পড়ছে ঘরে। জানালার পাশেই শীতের শিশির ভেজা গাছপালা জড়োসরো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথের ধারে কে যেন আগুন জ্বেলে দিয়েছে। অদূরে কোন বাড়ির চূঁড়ায় লাল বাতি জ্বলছে। পাশেই গির্জার লম্বিত ক্রুশটা আবছা দেখা যাচ্ছে।

এ পাশে তিনশত শয্যার ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল। দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ হাসপাতালটি একেবারে ধোয়া তুলসি পাতার ন্যায় ছিমছাম। সব কিছুতেই যেন একটা ছন্দময় ভাব। চিকিৎসার সাথে সেবাটাও কম নয়। রোগিরাও খুশি সেবাযত্ন পেয়ে। আজকাল প্রায় সব হাসপাতালেই সেবার চেয়ে টাকার শ্রদ্ধাই বেশি। শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে সবুজ শষ্য শ্যামল গায়ে হাতের নাগালে এ ধরনের সেবা প্রতিষ্ঠান পেয়ে এলাকার জনগণই শুধু নয়, শহরের অনেক রোগিরাও আসছে সেবা পেতে।

প্রায় তিন মাস ধরে হিমেল এ হাসপাতালে পড়ে আছে। এর মধ্যে দুইবার ঘরে গিয়েও টিকতে পারেনি তাই আবার ফিরে এসেছে। কাটা ঘুড়ির মত দেশে দেশে ঘুরে নানা জটিল রোগ বাঁধিয়েছে। তাই একটার পর একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে পাল্টা দিয়ে। এখন নিঃসঙ্গ পৃথিবী-বঞ্চিত একজন মানুষ যমরাজের অতিথি হয়ে পড়ে আছে। সামনে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন দ্বার খোলা নেই। এভাবে কতদিন কষ্ট ভোগ করতে হবে তা ডাক্তারও জানে না। জীবন-কাব্যের এতগুলি বছর কোথা দিয়ে কিভাবে উড়ে গেছে পেঁজা তুলোর মত বুঝতেই পারেনি। এত কষ্টের পরও হিমেল বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে নির্দয় সহানুভূতিহীন এই পৃথিবীতে। তাকে বাঁচতেই হবে। বাঁচতে হবে একজনের কাছে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে।

হিমেলের ইচ্ছে হয় একবার গ্রামের বাড়িতে যাবার। কিন্তু উপায় নেই। সেই পথ সে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। এখন তাই সে দিনের কথা মনে হলেই অনুশোচনায় বুক ফেটে যায়। মনের কোণে কেবলই উথাল-পাতাল করে স্মৃতির ঘুর্ণি হাওয়া। এসব ভাবনাই তাকে দিনরাত কষ্ট দিচ্ছে। আসলে মানুষের মনোজগতের অতলান্ত গহীনের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কেবল রক্তক্ষরণ।

ক'দিন ধরে নিশির কথাটাই বারবার করে মনে পড়ছে। গত রোববার চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে রোড এক্সিডেন্টে মারা যায় নিশির স্বামী প্রীতম। কফিনের পাশে বসা নির্বাক নিশির ছবিটা ফেসবুকে এসেছে। সেই থেকে হিমেলের বুকের ব্যথাটা নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

হিমেল। টকটকে চেহারার তেজপুঞ্জ বিলাসী যুবক। দেহে স্শুরে ছাপ, অদ্ভুত সজীব স্বচ্ছশীল চোখ। কাশ্মিরীদের মত গৌরবণ চেহারা। সুখী সদ্বংশের দুধভাতে পালিত সন্তান। সব সময় ফিটফাট ধোপদুরস্ত যুবক। নিভাঁজ স্বাস্থ্য। হাসি-ঠাট্টায় পাড়ার সবাইকে সর্বদা উদব্যস্ত করে রাখত।

পাশের গায়ের ষোড়শী কন্যা নিশি। কাঁচাকাঁচা মুখের গড়ন। ভেজা মিষ্টি ঠোঁট, ছিপছিপে তন্বি সুগন্ধি শরীর। নিশির পায়রা চোখের চটকদার ঝিলিক দূর থেকেই আকর্ষণ করে। মাথায় কোমর ছাপানো বেনি দোলানো কালো চুল, চাপা ফুলের মত গায়ের রঙ, খুশিমাখা মুখে ঝঁকঝঁকে হাসির আমেজ। হাসলে চোখের মণিটা দেহের চঞ্চলতায় দুলে ওঠে।

নায়ক চেহারার হিমেল এই সহজ সরল মেয়েটার প্রেমে পড়ে যায়। বিত্তবান বাবা এ বিয়েতে রাজি হবে না বিধায় নিশিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শেষে এক বিয়ে বাড়ির গায়ে হলুদের রাতে নিশির শেষ সর্বনাশ ঘটে। মাস দু'য়েক পরে নিশির দুর্গতির খবর জানতে পেরে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। পয়সাঅলা বাপের সন্তান। তানা নানা করে ঘটনার কোন সুবিচার হলো না। ইতোমধ্যে হিমেল বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে।

সেবিকা নিশি এত বড় প্রতারণার পরও ভেঙ্গে পড়েনি। সে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছে হিমেলের জন্য। তার বিশ্বাস ছিল হিমেল নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে। তাই সে তার পবিত্র ভালোবাসার সন্তানকে ফেলে দেয়নি। মনের মধ্যে নীরবেই পোষণ করেছে সেই নিস্তরঙ্গ সর্বনাশা মুহূর্তটিকে। ভেবেছিল, এই জটিল চলমান পৃথিবীতে জীবনের ছন্দময় রুক্ষ পথে চলতে গিয়ে কত মানুষই তো তার মতো হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। সে আশায় বুক বাঁধে, বিপদের ঢেউ কেটে সুদিন একবার আসবেই। কারণ এই আবর্তময় জীবনের অতল সুনীল তলে কি লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না।

নিশি শেষ পর্যন্ত নিজের ভাগ্যকে নিজেই গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। শত অপবাদ, ঘৃণা মাথায় নিয়ে নিজের সন্তানকে মিশনারি হোমে রেখে মানুষ করেছে। এমনি চলতি জীবনে প্রীতম এসে দাঁড়ায় নিশির পাশে। প্রীতম সব জেনেশুনেই নিশিকে বিয়ে করে এবং নিশির সন্তান দিব্যকে পুত্রজ্ঞানে গ্রহণ করে। তারা দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ের পর আর কোন সন্তান নেবে না। এক দিব্যই তাদের সাগর সেচা মানিক, সাত রাজার ধন। তাই তাকে বিদেশে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখাচ্ছে। কিন্তু এই সুখও নিশির জীবনে স্থায়ী হলো না। অকালেই স্বামী মারা গেল।

নিশির জীবনের এত সব ঘটনা কিছুই জানতে পারেনি হিমেল। অথবা জীবনের জৌলুসে এসব জানার কথা প্রয়োজন মনে করেনি। অথবা অপরাধ-প্রবণ মনে পালিয়ে বেড়ানো।

সেই হাঁড় কাঁপানো শীতের শেষ রাতে হঠাৎ করেই বৃষ্টি হলো। ঝুপঝুপে বৃষ্টি নয় ফিসফিসে বৃষ্টি। ওতেই প্রকৃতি সিক্ত, শান্ত হলো। বনজ ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। একটু পরেই গির্জার ঘন্টা ধ্বনিতে মুখরিত হলো পাখপাখালি। ক্রমে ফুলের গায়ে রোদ ঝলকে ওঠে। এমনি পাখি ডাকা, শিশির ভেজা নরোম সকালের মত তার একটা শান্ত জীবন ছিল। হিমেলের কাছে প্রকৃতি আজ বড়ই মনোরম লাগছে। বৃষ্টিভেজা জংলী ফুলগুলোর ফিনফিনে

পাঁপড়িতে সকালের হিরন্ময় রোদ লেগে ঝলমল করছে। একদল হলুদ প্রজাপতি ঘাস ভরা শ্যামল মাঠে আলতো ডানায় ভাসছে। চারিদিকে ভেজা সুগন্ধি শীতার্থ শান্ত প্রকৃতি।

স্বামীর মৃত্যুর পর নিশি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে আসে। বাবার মৃত্যু সংবাদে দিব্যও ছুটে এসেছে। মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়, ভরসা দেয়, তারপর দু'জনে কেঁদে কেঁদে নিজেদের শান্ত করে। নিশি জানে তার একমাত্র ভরসা দিব্য ছাড়া আর কেউ নেই। সে থাকতে থাকতেই নিশি কয়েক জায়গায় চাকরির ধান্দা করেছে। শেষে ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল থেকে ইন্টারভিওর কল আসে। নিশি হাসপাতালে যায় তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। অভিজ্ঞ নার্স। তার কাগজপত্র দেখে আলাপের পর কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেন যে, মেয়েটা সত্যিকার অর্থেই একজন যথার্থ সেবিকা।

ইন্টারভিউ দিয়ে মা-ছেলে হাসি মুখেই চলে যাচ্ছিল। এসময় হুইল চেয়ারে বসা হিমেলকে দেখে চমকে ওঠে নিশি। সে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। এ সময় পেছন থেকে "যেও না নিশি, আমার একটা কথা শুনে যাও"। হিমেলের ব্যাকুল কণ্ঠে কাতর আহ্বান। নিশি থমকে দাঁড়িয়ে না শোনার ভান করে দ্রুততায় চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দিব্য মা'র হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে বলো, "মা, তোমাকে উনি ডাকছেন, হয়তো তোমাকে চিনে"। দিব্যর বিনীত কণ্ঠে নিশি আর পেছনে ফিরে না তাকিয়ে আদেশের সুরে বলে, "দিব্য, চলে এসো"। বলেই সে হন হন করে চলে যায় গর্বিত ভঙ্গিতে। অগত্যা দিব্য চলে আসে মায়ের পিছু পিছু।

সে রাতে নিশি ঘুমুতে পারেনি। জীবনের তিরিশটা বছর পরে কেন আবার সেই দুষ্ট গ্রহের আবির্ভাব। সেই কষ্টের স্মৃতি তো সে ভুলেই প্রায় গিয়েছিল। অনেক রাতে কমোডে বসতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় নিশি। ভীষণ শব্দে আর চাঁপা আর্তনাদে দিব্য'র ঘুম ভেঙে যায়। লাইট জ্বালিয়ে মা'র ঘরে এসে দেখে মা ঢক ঢক করে ঠান্ডা পানি খাচ্ছে প্রচণ্ড শীতের রাতে।

দিব্যকে আসতে দেখে কিছুক্ষণের জন্য নিষ্কম্প, দীপশিখার মত স্থির, অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখে মুখে ভয়ার্ত বিবর্ণ ছায়া পড়েছে। বজ্রাহতের মত বিষণ্ন দেখাচ্ছে তাকে। মানুষ যখন মনে নিদারুণ ধাক্কা খায় সে এমনি বাকশূন্য হয়ে পড়ে। দিব্য স্তিমিত চাহনিতে দেখে তার মা'র অসহায় ঘোলা চোখে জল চিকচিক করছে। দিব্য মাকে নানাভাবে যতই সান্ত্বনা দেয় নিশি ততই কাঁদে। এক সময় ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে নিশি। তারপর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমায় বলতে থাকে, "আমি কোন অন্যায় করিনি দিব্য, আমি শুধু প্রতারিত হয়েছি ঐ পাষণ্ড লোকটার দ্বারা। বিশ্বাস কর দিব্য, আমি..." এরপর দিব্যর মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে যায় নিশি। তার বাকহীন চোখে ক্ষমার আকুতি।

সে রাতেই নিশি সব ঘটনা খুলে বলে ছেলেকে। দিব্য বিদেশে লেখাপড়া করা স্মার্ট ছেলে। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বারবার বলে, "এসব নিয়ে তুমি আর মন খারাপ করো না মা। তুমি তো কোন অন্যায় করোনি। তুমি এত অপমান আর ঘৃণা সহ্য করেও তোমার ভালোবাসার ফুলকে সজীব, সতেজ রেখেছ এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হতে পারে। যে তোমাকে ঠকিয়েছে তার পরিণাম তো স্বচক্ষেই দেখলাম।"

এর তিন দিন পরেই হাসপাতাল থেকে চিঠি আসে। নিশির চাকরি হয়েছে। পরদিন আবার ফোন আসে, "ম্যাডাম আপনি জয়েন করবেন তো?" নিশি স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সে এ চাকরি করবে না। তখন ওপার থেকে বিনীত অনুরোধ করে বলা হয়, হিমেল নামে এক প্যাশেন্ট আজ ভোরে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিশেষ অনুরোধ রেখে গেছেন, "তার মৃত্যুর পর আপনি যেন তার লাশ সমাধি দেন।"

দিব্য নিজ কানেই সব শুনে মাকে অনুরোধ করে বলে, "চলো মা, কোন মৃত ব্যক্তির শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করা ঠিক না। সে যত বড় শত্রুই হোক। তাছাড়া ধর্মমতে বিবাহ না হলেও সে আমার জন্মদাতা পিতা। আমার তো অবশ্যই যাওয়া কর্তব্য।"

ছেলের কথাগুলো নিশির মনের প্রান্তে কেবলই আছাড়ি বিছাড়ি খেতে লাগল। একটা ক্ষীণকায় রক্তস্রোত যেন তার গা বেয়ে ক্রমেই নিচে নেমে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ জমা নৈঃশব্দ। তারপর ঐ ঘৃণিত, পাষণ্ড লোকটার জন্য কেবলই কান্নায় গলা বুজে যাচ্ছে। মৃত্যুমুহূর্তে হলেও মানুষ মনে করে একজন মানুষের অন্য প্রতিটি মানুষের বড়ই প্রয়োজন। হিমেল সেটা বুঝতে পেরেই শেষ অনুরোধ রেখেছিল। নিশি মনের সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি। যথাযথ মর্যাদার সহিত দিব্য চলে যাবার পর মনের সাথে অনেক ধস্তাধস্তি করে শেষ পর্যন্ত মার্সিতেই জয়েন করে নিশি। এতে দিব্য খুশি হয়েছিল। ভেবেছিল, বাবার স্মৃতি বিজড়িত এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হয়ে মা হয়েতো মনে অনেকটা সান্ত্বনা পাবে, শক্তি পাবে বেঁচে থাকার।

এক বছর পর। হিমেলের প্রয়াণ দিবসের কাকডাকা ভোরে গির্জার ঘন্টা ধ্বণিতে নিশির ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন পূর্ব আকাশে রক্তজবা ফুলের ন্যায় লাল টকটকে সূর্যটা উঁকি দিয়েছে। বারান্দায় ফুলের টবে ভোরের কাঁচা রোদ ছুঁইছুঁই করছে। ছেলের নানা স্মৃতি আর জীবন সংগ্রামের কথা ভাবতে ভাবতে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশি। ছেলের মোবাইল কলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। দিব্য তার মাকে স্মরণ করিয়ে দেয় বাবার প্রয়াণ দিবসের কথা। সে আরও বলে, অবশ্যই আজ যেন বাবার সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে মোমবাতি জ্বালানো হয়। দিব্যর কণ্ঠে আকুতি। আবারও মাকে খুশি করার জন্য বলে, আমার পরীক্ষা শেষ, বছরের শুরুতেই চলে আসব। আমার ইচ্ছা, গণমানুষের সেবা করা। প্রতি উত্তরে অল্প কথায় ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়। দিব্যকে বলেনি যে, গত রাতেই সে সমাধিতে দেবার জন্য ফুলের তোড়া, মোমবাতি আর কিছু গোলাপের পাপড়ি কিনে এনেছে। একটু পরেই নিশি সবকিছু নিয়ে দ্রুত রওনা হয়ে যায় সমাধির উদ্দেশে। হাতে একটা চিরকুট তাতে লেখা- "তুমি নেই কিন্তু তোমার আত্মজই আমার প্রাণ।"

যাওয়া-আসা

উইলিয়াম জেরিয়েল

ভালোবাসা দিবস আসে,
ভালোবাসা দিবস চলে যায়।
তুমি শুধু রয়ে যাবে,
আমার স্মৃতির মনিকোঠায়।
সবাই শুধু বলে,
ভালোবাসা চাই, ভালোবাসা চাই
তুমি শুধু শিখালে,
কাছে না থেকেও ভালোবাসা,
পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়।
ভালোবাসা আজ শুধু,
চাওয়া-পাওয়া ও যাওয়া-আসায় সীমাবদ্ধ।
তুমি আজ বহুদূর,
চাওয়া নেই-পাওয়া নেই
যাওয়া নেই, আসা নেই।
তবু কেন মনে হয় আমি পরিপূর্ণ,
শুধু তোমার ভালোবাসাতেই।

আলোচিত সংবাদ

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: রাষ্ট্রপতি

সমাজে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণ ও সেবায় কাজে লাগাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তিনি এক বাণীতে এ কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, সরস্বতী পূজা বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করতে বিদ্যা ও জ্ঞানের কল্যাণময়ী দেবী সরস্বতীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অগণিত ভক্ত ও শিক্ষার্থী। জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ একটি অসম্প্রদায়িক, কল্যাণকর ও উন্নত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দেশ। আবহমান কাল থেকে এদেশের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। এ সুমহান ঐতিহ্যকে সুসংহত রাখতে দেশবাসীকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আমি আশা করি, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা গড়ে তুলবো জ্ঞানভিত্তিক, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও বৈষম্যমুক্ত এক নতুন বাংলাদেশ।

পর্দা উঠলো অমর একুশে বইমেলার

বহুল কাঙ্ক্ষিত অমর একুশে বইমেলার পর্দা উন্মোচন হলো বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে। 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ' প্রতিপাদ্যে শুরু হলো এবারের আয়োজন। এবার সবচেয়ে বড় বইমেলা আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলা একাডেমি। মাসব্যাপী এ বইমেলার উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, একুশ আমাদের মূল সত্তার পরিচয়, একুশে মানে জেগে ওঠা, একুশ আমাদের দৃঢ় বন্ধন। একুশের টান প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিস্তৃত হয়েছে। যার উদাহরণ জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান। একুশের বইমেলা প্রতি কর্মদিবসে সকলের জন্য বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা এবং সরকারি ছুটির দিনে বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকছে বইমেলা। ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে মেলা সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে।

আগরতলা বাংলাদেশ মিশনে ভিসা সেবা চালু

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে ভিসা ও কনস্যুলার সেবা শুরু হলো। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) আগরতলায় সহকারী হাইকমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু সংঘর্ষ সমিতিসহ কয়েকটি সংগঠনের সমর্থকেরা গত ডিসেম্বরে সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গণে ঢুকে হামলা চালিয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকারও অবমাননা করেছিল তারা। এরপর নিরাপত্তাহীনজনিত কারণে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সহকারী হাইকমিশনের সব ধরনের ভিসা ও কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম বন্ধ করেছিল বাংলাদেশ।

যথেষ্ট মজুত আছে, রোজায় নিত্যপণ্যের দাম বাড়বে না- বাণিজ্য উপদেষ্টা

যথেষ্ট মজুদ আছে জানিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, আশা করছি রমজানে কোনো সমস্যা হবে না। তেল, চিনি, ছোলা ও খেজুরের কোনো সংকট নেই বাজারে। দ্রব্যমূল্যও বাড়বে না। গত রবিবার রাজধানীতে একটি হোটেলে 'খাদ্য পণ্যের যৌক্তিক দাম: তত্ত্বাবধানের কৌশল অনুসন্ধান' শীর্ষক পলিশি কনক্লেভে তিনি এ কথা বলেন। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের যে দাম দেখছি, তাতে তো দেশে দাম কমার কথা। বাড়ার কোনো কারণ তো দেখি না। আশা করি, আমি এ কাজটা করতে পারব। তিনি বলেন, আমরা প্রতিযোগিতায় কমিশনকে পুরোপুরি স্বাধীন করে দিতে চাই। বাজারে যাতে প্রতিযোগিতা বিরোধী কোনো কর্মকান্ড না ঘটে, মন্ত্রণালয়ের সেখানে কোনো হস্তক্ষেপ যেন না থাকে, সেদিকে আগাতে চাই।

তথ্যসূত্র: সময় সংবাদ, যমুনা টিভি সংবাদ

Post: Deputy Director

Bangladesh Association for Sustainable Development (BASD) is a national NGO, hunting the Deputy Director. This position is an important role that supports the Executive Director in executing the strategic vision of the organization.

Responsibilities

- Prepare Concept Notes, Project Proposals & raising fund.
- Establishing and implementing right policies of the Organization.
- Directing, Monitoring and guiding of Microcredit & Development Program.
- Manage day to day operation of the Organization, Provide guidance and support to department heads and staff.
- Ensure compliance with legal requirements and regulations.
- Checking analytical skills of staff of BASD and plan accordingly for capacity building.
- Educate, train, guide and assist staff for taking leadership role and problem solving.
  Staff management and look after human resources.
- Communication with GO-NGOs and Networks Nationally and Internationally.
- Represent the organization to external stakeholders, including funders, government. agencies and community partners for reputation building and fund collection.
- Knowledge of budget development, analyze financial reports and financial management.

Experience: 5 years in management role from renowned NGOs, nonprofit and profit sectors. Proficient in MS Word, Excel, Power Point and Adobe Photoshop.
Education: Master's (Preferred – MBA) in Economic, Sociology, Environment, Agriculture.
Salary: Monthly BDT 40,000-45,000.

Application Requirements

Please submit a resume, cover letter and list of three professional references, relevant educational and experience certificates and documents by Post/Courier to the Executive Director, BASD, 110 Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215. In your cover letter, please address your relevant qualifications, experience and why you are interested in this position. Authority only preserves the right to reject this Job Circular any time.

Application Dead Line: 16 February 2025

বিজ্ঞ/৪৫/২৫

ছোট বালিকার ভালোবাসা

সৈকত কস্তা

চোখ দেখে, হাত কাজ করে, হৃদয় শান্তি অনুভব করে, ভালোবাসা তার পরিপূর্ণতা দান করে আর পরিপূর্ণতা বয়ে আনে মহান গৌরব, মহান অর্জন। আর এরজন্য প্রয়োজন হয় না কোন অনুমতি শুধু প্রয়োজন ভালোবাসাপূর্ণ একটি হৃদয়, যে হৃদয় অনুভব করবে অন্যের জন্য কিছু করার। এমন একজন বালিকার কথা আমি বলব যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে খ্রিস্টের প্রেম, ভালোবাসা, মায়া। একদিন একজন বালিকা রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে দেখতে পেল একজন বৃদ্ধ মহিলা ছেঁড়া কাপড় পড়ে শীতে কাঁপছে। বৃদ্ধ মহিলাটি অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য মিনতি করতে লাগল কিন্তু কেউই সাহায্য করল না। ঠিক সেই সময়ে মেয়েটি মহিলাকে দেখে তার হৃদয় কেঁদে ওঠে এবং চিন্তা করতে থাকে এত লোক তার পাশ দিয়ে গেল তবুও কেউ তাকে সাহায্য করল না। কত টাকা, সম্পদ, খাবার, কাপড়চোপড়, আরও কত কি আমরা নষ্ট করি এখান থেকে কিছু দিলে কি আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর বালিকাটি বৃদ্ধ মহিলাকে কিছু খাবার, কাপড়-চোপড় দিল এবং হৃদয়ে শান্তি অনুভব করল। বৃদ্ধা মহিলাটি মেয়েটিকে বললো-তুমি অনেক বড় হবে এবং কখনো তোমার মাকে বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট দেবে না। আমাকে দেখ কত কষ্ট পাচ্ছি তবুও আমার সন্তানেরা আমার কোন খবর নেয়না, খাবার দেয়না। আমি কি অন্যায় করেছি যে কারণে একমুঠো ভাত দিতে পারবে না। যাও তুমি তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, ভালোবাসা দিয়ে পাল্টে দাও সমাজকে, পাল্টে দাও পৃথিবীকে।

ঋতুরাজ বসন্ত

অপূর্ব গ্রেগরী ইন্দোয়ার

ঋতুরাজ বসন্ত যখন আসে
মনে নিয়ে আসে নতুন প্রাণ
নতুন মন, নতুন সাজ।
তখনি হৃদয়ে আসে আনন্দ,
মুখে আসে হাসি
দেহে আসে সজীবতা।
ঋতুরাজ বসন্তে,
প্রকৃতিতে যেন এক নতুন গান বাজে
সেজে ওঠে প্রকৃতি তব নতুন সাজে
সবুজে সবুজে, নানা রঙের ফুলের বাহারে
ঋতুরাজ বসন্তে
কোকিলের কণ্ঠে নতুন সুর বাজে
যেন এক উৎসবের রং সাজে
মানব মনে প্রেমের সুর বাজে
হৃদয় জাগে ভালবাসাতে।

ছোটবেলার পণ

অনিতা দেশাই

পণ করেছি ফাদার হব
ঘুরব আমি বিশ্বভুবন,
প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ
করবো আমি সারা জীবন।
দুষ্টু ছেলেদের সাথে আমি
করবো না মেলা-মেশা,
শোনব রোজই ভোরের মিশা।
নদী যেমন দুইকূলে তার
বিলিয়ে চলে জল,
পণ করেছি ফাদার হব
একতাই বল।
প্রভুর ধ্যান করবো আমি
একা বসে নিরালা।
নেইকো রঙিন টিভির
আর ভিডিও গেইম,
প্রভুর সঙ্গে আমার হলো
আধ্যাত্মিক প্রেম।
পণ করেছি ফাদার হবো
এই শপথে হারবো না।
ধন্য হবে পিতামাতা
বাড়বে মণ্ডলীর সুনাম,
আমায় দেখে বলবে সবাই
যিশুতে প্রণাম।
ছোট ভাইদের বলি শোন
প্রার্থনা তোমরা সবাই জান;
ফাদার হওয়ার জন্য যদি
করো তোমরা সাধনা,
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা
করবে রোজারী প্রার্থনা।
গৌরবের মুকুট পদ্মফুল
আমার পণের নেইকো ভুল।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

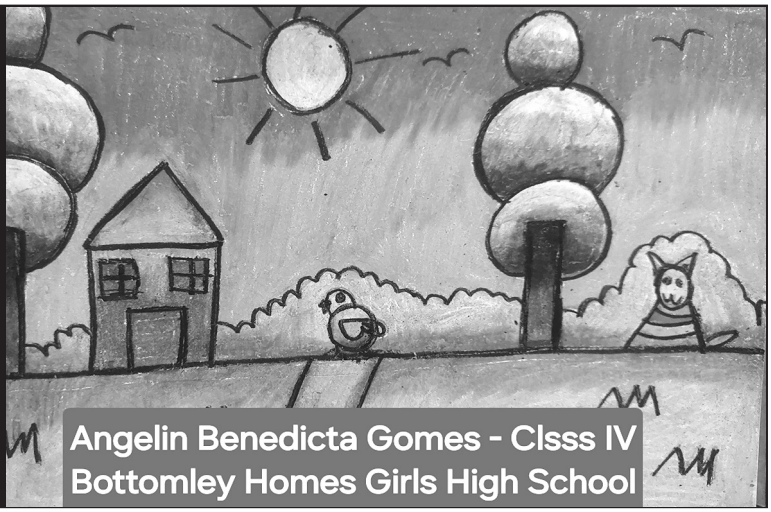

Angelin Benedicta Gomes - Clsss IV
Bottomley Homes Girls High School

পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের আজীবন ব্রতগ্রহণ অনুষ্ঠান

ব্রাদার অনন্ত আন্তনী হেম্ব্রম সিএসসি: ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, সকাল ৯ টায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, সহকারী বিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। তাকে সহায়তা করেন ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি, সংঘ প্রদেশপাল; পবিত্র যীশুহৃদয় সংঘপ্রদেশ এবং ফাদার আলবিন গমেজ, পালপুরোহিত রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ১৭ জন পুরোহিত, ৫৬ জন হলিক্রস ব্রাদার, বিভিন্ন ধর্মসংঘ থেকে ২৩ জন সিস্টার এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তসহ প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ উপদেশে বলেন, "মণ্ডলীতে আমরা জুবিলী বৎসর পালন করছি, আর এই তিন ব্রাদার আমাদের জুবিলীর আনন্দকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, মণ্ডলীতে যেখানে দিন দিন আহ্বান কমছে, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাদারদের আহ্বান বাড়ছে এই জন্য মণ্ডলীতে ব্রাদারদের কর্মক্ষেত্রও বাড়ছে। এরপর ব্রাদার অংকন পিটার রিবেরু, পিপার প্যাট্রিক হাদিমা, মার্টিন উত্তম বিশ্বাস সিএসসি- সংঘ প্রদেশ পালের নিকট আজীবনের জন্য ব্রতবাণী উচ্চারণ করেন। প্রদেশপাল তাদের ব্রত গ্রহণ করেন এবং শুভেচ্ছা জানান। এরপর বিশপ, ফাদারগণ, ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ ও পরিবারের আত্মীয়-স্বজন ব্রাদারদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে আজীবন ব্রতগ্রহণকারী ব্রাদারদেরকে বিশপ বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করেন। পরে সংঘ প্রদেশপাল সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, "আজ পবিত্র ক্রুশ সংঘের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন কারণ আজকে তিনজন ব্রাদার পবিত্র ক্রুশ সংঘে আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছেন। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাদের পরিবারের প্রতি, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালক, শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি যারা তাদেরকে এই পথে চলতে এবং আসতে সাহায্য করেছেন। খ্রিস্টযাগের পরেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ব্রাদারদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এরপর প্রীতি ভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মীদের পরিবার দিবস উদ্‌যাপন

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সিডিআই ও সিএইচ-এনএফপি-এর কর্মীবৃন্দ ৩১ জানুয়ারি জয়দেবপুরের ছুটি রিসোর্টে পরিবার দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন করেন। মূলসুর ছিল: **'পরিবারের ভালোবাসা ও বন্ধনে মেতে উঠি মিলন উৎসবে'**। কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, পরিচালক-অর্থ ও প্রশাসন রিমি সুবাস দাশ, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালক থিওফিল নকরেক, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সিডিআই ও সিএইচ-এনএফপি'র ১২৬ জন কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ মোট ২৮২ জন এই পরিবার দিবসে অংশগ্রহণ করেন ও এক সাথে আনন্দ সহভাগিতা করেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত পরিবার দিবসের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সর্বজনীন প্রার্থনা, পরিবার দিবসের মূলসুরের উপর সহভাগিতা, কর্মী ও পরিবারের সদস্যদের বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী, প্রীতিভোজ, উপহার প্রদান, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং লটারী ড্র।

বিশেষ এই দিনে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও কর্মীদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পরিবার দিবসের শুভেচ্ছা জানান। তিনি পরিবার দিবসের মূলসুরের উপর সহভাগিতায় বলেন, "পরিবার হচ্ছে একটি ভালোবাসার জায়গা। আর পরিবারে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সহমর্মিতা থাকলে সেই পরিবার হয়ে ওঠে একটি স্বর্গীয় ও দায়িত্বশীলতার পরিবার। ভালোবাসাহীন পরিবার কারো কাম্য নয়। তাই আমাদের পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসতে হবে।"

অতপর পরিবার দিবসের আহ্বায়ক সুকুমার কোড়াইয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে পরিবার দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়। তিনি সকলকে সক্রিয়ভাবে পরিবার দিবসে অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

আঠারোগ্রাম যুব সম্মেলন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

এলয়সিয়াস মিলন খান: গত ১১ জানুয়ারি আঠারোগ্রাম অঞ্চলের যুবক-যুবতী ও বয়স্কদের নিয়ে একটি বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল: যুবক-যুবতীদের সঠিক শিক্ষা প্রদান ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার নির্দেশনা প্রদান করা যাতে তারা তাদের সামনে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আসবে সে সম্পর্কে তারা সচেতন থাকে এবং তা মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জন করে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কর্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি বলেন, "আঠারোগ্রাম একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। এ অঞ্চলে যুব সমাজ প্রায়শঃ হতাশা-নিরাশাগ্রস্ত। এ অবস্থায় অনেকেই বিদেশে চলে যাচ্ছে। ফলে সমাজ মেধাশূন্য হচ্ছে। সেকালের নেতৃত্ব দিয়ে একালে এলাকা চালানোর সময় শেষ। এমতাবস্থায়, দৃশ্যমান কিছু পদক্ষেপ কামনা করে যুব-সমাজ"

সম্মেলনের বিশেষ অতিথি অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি বলেন,'আত্মার অর্থ এক হওয়া যেমন: পিতা , পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এক হওয়ার অর্থ হলো আত্মিক হওয়া, দেয়া, নেওয়া ও চাওয়া। মানব জীবনের প্রয়োজনে এই তিনভাগে আমরা নিজেদের একত্রে বিলিয়ে দেই, অন্যদের প্রয়োজনে সহায়তা করি, অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করি এবং শেষজীবনে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করি। এভাবেই মানব জীবন অনন্দময় হয়ে ওঠে।"

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু তার বক্তব্যে বলেন, আঠারোগ্রামের যুবকদের অতীতের ত্রিবেনী ছাত্র কল্যাণ সঙ্গের আদলে এক ব্যানারে নিয়ে আসা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, পরিবারই হতে হবে যুবক-যুবতীদের গঠনগৃহ।

সম্মেলনে আরো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন ব্রাদার বিনয় ষ্টিফেন গমেজ সিএসসি, সিস্টার মনিকা এসএমআরএ ও সঞ্চয় ফ্রান্সিস। সম্মেলনের শুরুতে যুগ্ম-আহ্বায়ক এলয়সিয়াস মিলন খান সম্মেলন সম্পর্কে একটি ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনের সভাপতি প্রফেসর ড. লরেন্স গমেজ তার বক্তব্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং মেধাবী ও গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বৃত্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। এছাড়াও সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং আয়োজকদের ধন্যবাধ জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিদের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নটর ডেম কলেজের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক রুবি ইমেল্ডা গমেজ। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিদাতা হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি: 'সুস্থ দেহ, সুস্থ মন'। সুস্থ থাকতে চাইলে খেলাধুলা ও কায়িকশ্রমের বিকল্প নেই। আমরা অধিক বছর বাঁচতে চাইলে ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে। ২৯ জানুয়ারি বাগানপাড়া মুক্তিদাতা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বক্তব্যে বিশপ জের্ভাস রোজারিও এই কথা বলেন। তিনি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আরো বলেন, স্কুলের প্রধান কাজ শিক্ষার আলো প্রদান। পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর মুক্তিদাতা স্কুল তাই প্রদান করছে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কো-অর্ডিনেশন অফিস, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সিনিয়র ম্যানেজার লোটাস চিসিম, প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি, খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রের পরিচালক ফাদার সাগর কোড়াইয়া এবং ফাদার শেখর কস্তা। অতিথিদের বরণের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কার্যক্রম শুরু হয়।

লোটাস চিসিম ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ব্যায়াম অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, পড়াশোনায় ভালো করার জন্য খেলাধুলা খুবই জরুরী।

ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ছিলো আকর্ষণীয় উদ্বোধনী দলীয় নৃত্য। এছাড়াও কুজকাওয়াজ এবং বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলায় ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন বলেন, আমরা কেউ হারি না, বরং জয়ী হই অথবা শিখি। তোমরা যারা পুরস্কার পাবে তাদের অভিনন্দন। সব কিছুর জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ।

হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে সহায়তা প্রদান

মার্টিন এন ত্রিপুরা: গত ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি. পল (এসএস ডিগ্রি) ভাটারা ঐশ করুনা ধর্মপল্লী, ঢাকা উদ্যোগে শুভ বড়দিন ২০২৪ ও নববর্ষ ২০২৫ উপলক্ষে ধর্মপল্লীর অধীনে বসবাসরত গরীব, দুঃখী, বিধবা ও অসচ্ছল মোট ১০৩ জনকে নগদ অর্থ এবং বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়। এ মহতী উদ্যোগে আমাদের পাশে থেকে অনুপ্রাণিত করেছেন পাল পুরোহিত ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ফাদার শীতল টি কস্তা, ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি এবং ১৭ জন (এসএসভিপি) ব্রাদার ও সিস্টারগণ। ধর্মপল্লীবাসী, বিভিন্ন সমবায় সমিতি ও উপকারী বন্ধুগণ তাদের অর্থ দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। তাদের প্রত্যেককে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ও এসএসভিপি পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাধু আন্তনী'র তীর্থোৎসব ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশ

তারিখ: ১৩ মার্চ এবং ১৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: সাধু আন্তনী'র গীর্জা
রাজাবাড়ীয়া উপকেন্দ্র, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লী
গ্রাম + পো: রাজাবাড়ীয়া, থানা: নলছিটি, জেলা: ঝালকাঠি।

মূলভাব: "প্রার্থনা, আশা ও বিশ্বাসের আদর্শ সাধু আন্তনী"

শ্রদ্ধেয় খ্রিস্টভক্তগণ

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ১৩ মার্চ এবং ১৪ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দুইদিন ব্যাপি পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত, রাজাবাড়ীয়া উপ-কেন্দ্রের গির্জার প্রতিপালক সাধু আন্তনী'র অষ্টম তীর্থোৎসব উদ্‌যাপিত হবে। উক্ত তীর্থোৎসবে আপনারা সকলে সাদরে নিমন্ত্রিত। আপনাদের উপস্থিতি ও সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। সেই সাথে আপনাদের দান অনুদান এবং সাহায্য-সহযোগিতা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা হবে। মহান সাধু আন্তনী হোক আমাদের সকল খ্রিস্টভক্তদের "প্রার্থনায় আমাদের আশা ও বিশ্বাসের জীবন"। এই তীর্থোৎসবে মহাখ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করবেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি।

অনুষ্ঠান সূচি

নভেনা শুরু ৫ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

তীর্থোৎসবের প্রথম দিন ১৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিকাল ৩:৩০ ঘটিকা	: আগমন ও রেজিস্ট্রেশন
বিকাল ৫:৩০ ঘটিকা	: নভেনায় সমাপনী খ্রিস্টযাগ ও তীর্থোৎসবের উদ্বোধনী
সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকা	: মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলন ও আলোর শোভাযাত্রা
রাত ৮:০০ ঘটিকা	: রাতের আহার
রাত ৯:০০ ঘটিকা	: পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও পুণর্মিলন (পাপস্বীকার)
রাত ১০:০০ ঘটিকা	: নিরাময় অনুষ্ঠান

তীর্থোৎসবের দ্বিতীয় দিন ১৪ মার্চ, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সকাল ৬:৩০ ঘটিকা	: প্রাতকালীন প্রার্থনা
সকাল ৭:৩০ ঘটিকা	: সকালের আহার (ব্যক্তিগত উপবাস)
সকাল ৯:০০ ঘটিকা	: ক্রুশের পথ ও পুণর্মিলন (পাপস্বীকার) অনুষ্ঠান
সকাল ১১:০০ ঘটিকা	: মহাখ্রিস্টযাগ
সকাল ০১:০০ ঘটিকা	: ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও দুপুরের আহার

প্রয়োজনে:

০১	ফা: রবার্ট দীলিপ গমেজ, সি এস সি	আহবায়ক ও পাল-পুরোহিত	০১৩১৬-২০৮৫৬৭
০২	ফা: খোকন গাব্রিয়েল নকরেক, সিএসসি	সম্পাদক	০১৭৫৬-৭৯৬৫৫০
০৩	ফা: পলাশ হালদার	কোষাধ্যক্ষ, উপাসনা কমিটি	০১৩২৬-৩৬৮৫২৪
০৪	ফা: পলাশ রবিন গোমেজ	সভাপতি, রাজাবাড়ীয়া উপ-কেন্দ্র	০১৯১১-৭৭৬৯৮৮
০৫	সম্মানিত সকল পাল-পুরোহিতগণ	নিজ নিজ ধর্মপল্লী	

বি:দ্র: তীর্থে অংশগ্রহণকারী ভাইবোনদের দয়া করে হালকা বিছানাপত্র সাথে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতি বেলায় খাবারের শুভেচ্ছা মূল্য ঐচ্ছিক। তীর্থোৎসবের **খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ টাকা এবং পর্বকর্তার জন্য ৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।**

অনুমোদনে: পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ধর্মপাল, বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশ

বিজ্ঞ/৪৬/২৫

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

স্বর্গীয় হিউবার্ট রোজারিও
জন্ম: ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (বাইস্তার বাড়ি), কালিগঞ্জ, গাজীপুর

"সংসারে মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু দাও তাদের অনন্তজীবন"

স্বর্গীয় জন রোজারিও (গায়েন)
জন্ম: ২৬ মে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (বাইস্তার বাড়ি), কালিগঞ্জ, গাজীপুর

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল। তোমরা আমাদের জীবনে আছ, ছিলে এবং থাকবে। তোমাদের হাসিমাখা মুখ ও কথা আজও আমাদের জীবনে ছায়া হয়ে আছে। তোমরা যে হঠাৎ এত শীঘ্রই ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলে যাবে তা কোনদিন কল্পনা করিনি। আমরা বিশ্বাস করি তোমরা ওপারে স্বর্গ সুখে আনন্দে আছ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে

মা: করুণা পালমা
স্ত্রী: এ্যানি লুসি রোজারিও
বড় ছেলে: শ্রেয়ন আগষ্টিন রোজারিও
ছোট ছেলে: এলভি রোজারিও
দড়িপাড়া (বাইস্তার বাড়ি), কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

স্ত্রী: রীনা রোজারিও
বড় ছেলে: জনি থিউফিল রোজারিও
মেয়ে: এ্যানি লুসি রোজারিও
ছোট ছেলে: ফাদার সনি রোজারিও
দড়িপাড়া (গায়েন বাড়ি), কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ-৪০/২০২৫

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

–যোগাযোগের ঠিকানা –

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ০৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 05
Regd. No. DA-33
❖ 9 - 15 February, 2025, ২৬ মাঘ - ২ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

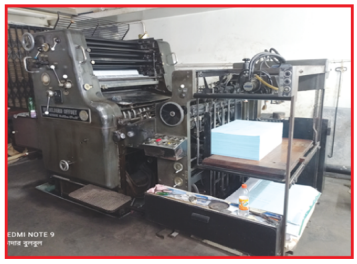

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

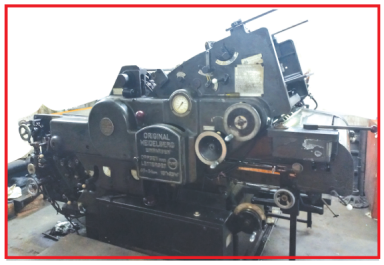

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org